জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

পাক ড্রোন

জম্মু-কাশ্মীরের সাম্বা জেলার রামগড় সেক্টরে ড্রোনের আনাগোনা। সেটি পাকিস্তানি ভূখণ্ডের দিকে ফিরে যায়। এক সপ্তাহের মধ্যে এই নিয়ে চতুর্থবার সীমান্তে ড্রোনের দেখা মিলল

পারদ চড়ছে

আজ থেকেই বাড়বে তাপমাত্রা। মাঘের শুরু থেকেই শীতের বিদায় ঘণ্টা। আগামী ২-৩ দিনে আরও তিন ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়তে পারে। কলকাতায় ১৪ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পৌঁছে যাবে

দিল্লি-বাগডোগরা বিমানে বোমাতঙ্ক জরুরি অবতরণ করল লখনউয়ে

নন্দীগ্রামে আমদাবাদ সমবায় ভোটে বিপুল জয় তৃণমূলের

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ২৩৫ ● ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬ ● ৫ মাঘ ১৪৩২ ● সোমবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 235 ● JAGO BANGLA ● MONDAY ● 19 JANUARY, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

মানুষের দখলে জনপথ। বক্তা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার বিকেলে নদিয়ার চাপড়ার শ্রীনগর মোড়ের দৃশ্য।

দু'সপ্তাহে ২০ লক্ষ মানুষের কাছে বাংলার বাড়ির টাকা

৫০-এর নিচে নামবে বিজেপি ■ পাল্টাবেন প্রধানমন্ত্রী

প্রতিবেদন : দিল্লির দয়াদাক্ষিণ্যের অপেক্ষা করে না বাংলা। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বাংলার ২০ লক্ষ মানুষকে মাথার উপর ছাদের ব্যবস্থা করে দেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার! নদিয়ার চাপড়ায় স্বৈরাচারী বিজেপির কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে হুঙ্কার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রবিবার বিকেলে চাপড়ার শ্রীনগর মোড়ে বিরাট রোড শো শেষে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে ৮-০ টার্গেট বেঁধে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। নরেন্দ্র মোদির 'বাংলাকে পরিবর্তন'-এর পাল্টা বিজেপিকেই

পরিবর্তনের ডাক দিলেন অভিষেক। বাংলায় বিজেপিকে ৫০-এর নিচে নামিয়ে দিল্লির বহিরাগত বাবুদের ঔদ্ধত্য, অহঙ্কার ভেঙে ছারখার করার হুঙ্কার অভিষেকের। কমিশনকে কাজে লাগিয়ে এসআইআরের নামে বাংলার মানুষকে হেনস্থা-হয়রানির প্রতিবাদে অভিষেকের হুঁশিয়ারি, যেভাবে বাংলার মানুষকে কষ্ট দিয়েছে, সেভাবেই বিজেপিকেও কষ্ট দিতে হবে! এদিন চাপড়ায় পদযাত্রা শেষে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে বিজেপিকে আক্রমণ শানিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, বিজেপি বাংলার (এরপর ১২ পাতায়)

বলছে ঝুট করছে লুঠ

মিথ্যার জমিদারি মোদির

প্রতিবেদন : বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বাংলার মানুষের প্রাপ্য দিতে কোনওদিন দেখা যায়নি। শুধু মানুষকে ভুল বুঝিয়ে গোল-গোল প্রত্যাশা দিয়ে ভোটের বাজারে নিজেদের টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চালায় বিজেপির নেতারা। সিঙ্গুরের মানুষকেও যে বিজেপির কিছুই দেওয়ার নেই, তা নিজেও জানতেন নরেন্দ্র মোদি। তাই সিঙ্গুরের মঞ্চ থেকে কোনও ঘোষণা শোনা গেল না তাঁর মুখে। বদলে মোদি যেসব মিথ্যে বলে আবার মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালালেন, তার পাল্টা প্রধানমন্ত্রীকে ধুয়ে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষের কটাক্ষ, সিঙ্গুরে আজ প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ— বলছে ঝুট, করছে লুট! মিথ্যার জমিদারি! পাশাপাশি দলের তরফে তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে প্রধানমন্ত্রীর মিথ্যাচার ফাঁস করেন মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা ও সাংসদ পার্থ ভৌমিক।

নরেন্দ্র মোদির যাবতীয় দাবি উড়িয়ে দিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা বাংলায় গত দেড়দশকে বিনিয়োগের খতিয়ান তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাংলায় ১৩.৮ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে ২০১১ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত। সিঙ্গুরকে নিয়ে বাংলাকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা চলছে। প্রধানমন্ত্রী বলছেন, প্লাস্টিকের বদলে জুটব্যাগ তৈরি করব। অথচ নিজেই জানেন না, (এরপর ১২ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

জয় জিৎকীর

জয় জহার
জয় জিৎকীর
জুগ জুগ গে জিয়ীও
বীরসী মুণ্ডা
জিউয়ী তেম জিয়ীড়ঃ
আমগে ভালারে
আম রেন বঁগা
ধিরি দারে রে।
মারাং বুরু অযোধ্যা পাহাড়
পুরুলিয়ী ধারেরে
মুকুটমণিপুর, শুশুনিয়ী
দরয়া নাখারে।
ধারতী তালা মারাং পনত
বাংলা দিশম সুমুংগেয়া।

বিজেপির অসমে ফের খুন হলেন বাংলার শ্রমিক

সংবাদদাতা, কোচবিহার : ফের বিজেপির রাজ্যে খুন বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক। অসম থেকে উদ্ধার হল কোচবিহারের শীতলকুচির যুবকের দেহ। নাম হিমাঙ্কর পাল। অরুণাচলপ্রদেশে রংমিস্ত্রির কাজ করতেন ওই যুবক। পরিবারের অভিযোগ, শনিবার অরুণাচল থেকে ফেরার সময় অসমের একটি গাড়িতে ওঠেন। এরপরই ওই গাড়ির চালকের সঙ্গে ঝামেলা বাধে। কথা কাটাকাটি হয়। গাড়িতে বসেই সে বিষয়ে হিমাঙ্ক বাড়িতে জানিয়েছিলেন। এরপর ফোন রেখে দেন। তারপর থেকে আর হিমাঙ্করকে ফোনে পাওয়া যায়নি। রবিবার অসমের গোয়ালপুরের রেললাইনের ধার থেকে উদ্ধার হয় হিমাঙ্করের দেহ। খবর আসে বাড়িতে। খুন করে ওই যুবককে (এরপর ১২ পাতায়)

নিহত শ্রমিক হিমাঙ্কর পাল।

যারা দখল করে পার্টি অফিস বানায়, তাদের মুখে নৈতিকতা!

প্রতিবেদন : যে বিজেপি কৃষ্ণনগরে অবৈধ পার্টি অফিস চালায়, সেই দল বাংলার ১০ কোটি মানুষের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন করে কোন অধিকারে? বাড়ি দখল করে পার্টি অফিস করে আবার নৈতিকতার পাঠ দিচ্ছে! নদিয়ার চাপড়ায় রোড শো শেষে কৃষ্ণনগরে বিজেপির জবরদখলের পার্টি অফিস নিয়ে তীব্র আক্রমণ শানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম করে করে এদিন কৃষ্ণনগর-সহ নদিয়ার বিজেপি নেতাদের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি ফাঁস করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। রবিবার চাপড়ার শ্রীনগর মোড়ে রোড শোয়ে জনস্রোতের মাঝে নিজের গাড়ির (এরপর ১০ পাতায়)

আজ বারাসতে সভা

দাম্ভিক মোদি, উন্নয়নের কথা কোথায়!

প্রতিবেদন : জেলা বিজেপি নেতৃত্ব সিঙ্গুরবাসীকে শিল্প সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখিয়েছিল। কিন্তু তা যে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার সমান তা এদিন বুঝিয়ে দিলেন দাম্ভিক প্রধানমন্ত্রী। তাঁর ভাষণে কোথাও এক চিলতে উন্নয়ন, শিল্পের সম্ভাবনার কথা শোনা গেল না। তাঁর দাম্ভিকতা, ঔদ্ধত্য প্রমাণ করে গেল বিজেপির সরকার বাংলার জন্য কোনদিনও ভাবেনি এবং ভাববেও না। তারা কেবলমাত্র নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত। মোদির এই দিশাহীন সভার পর বিজেপিকে কার্যত কটাক্ষ করতে ছাড়েননি মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, মন্ত্রী বেচারাম মান্না, বিধায়ক করবী মান্না। এদিন মন্ত্রী বেচারাম মান্না স্পষ্ট বলেন, এটা একটা

সিঙ্গুর থেকেও প্রতিবাদ

সিঙ্গুরে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংবাদিক বৈঠকে দুই মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, বেচারাম মান্না ও করবী মান্না।

জুমলা সভা। মানুষকে মিথ্যে বলার জন্য বিজেপি আদর্শ জায়গা বেছে নিয়েছে সিঙ্গুরকে। মন্ত্রীর কটাক্ষ, বিজেপির শিক্ষানবিশ নেতারা, যারা কেন্দ্রীয় বিজেপির অনুমতি না নিয়েই বলেছিল সিঙ্গুরে আবার (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

19 January, 2026 • Monday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

২০১৯ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১৯) এদিন প্রয়াত হন। দীর্ঘ বর্ণময় জীবনে তাঁর স্মৃতির ঝাঁপিতে জমা ছিল অজস্র হিরে-জহরত! কখনও সেই অর্থে আঁতেল ছিলেন না। তিনি বিশ্বসাহিত্যের পণ্ডিত বা হয়তো রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞও নন। কিন্তু জীবনকে মন্থন করে উঠে আসা বিষামৃতই তাঁর লেখাকে স্মরণীয় করে তুলেছে। অদ্ভুত কবিতাকল্প ভাষা ছিল অতীনের। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী সৃষ্টি। এখনও পাঠকমহলে বইটির ভাল কদর। পূর্ববঙ্গের ফেলে আসা জীবন, গ্রাম, জীবন্ত সব চরিত্র অসামান্য কাব্যময়তায় উঠে এসেছে। উদ্বাস্তু জীবনে বাঁচার তাগিদেই জাহাজের চাকরি জুটিয়েছিলেন। জাহাজের খোলে অসহ্য গরমে বয়লারে কয়লা জোগানের কাজ। তখন আর্জেন্টিনা গিয়ে একটি মেয়ের সঙ্গে ওঁর প্রেম হয়েছিল। 'অলৌকিক জলযান'-এ সেই জাহাজের জীবনের কথা রয়েছে। ওঁর শেষ উপন্যাস 'পরমেশ্বরী'ও স্মৃতিকথামূলক। সাহিত্য আকদেমি-সহ একাধিক পুরস্কার পেয়েছেন।

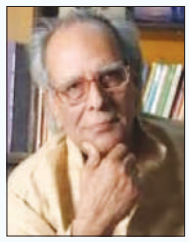

১৯৭৮ বিজন ভট্টাচার্য (১৯০৬-১৯৭৮) এদিন প্রয়াত হন। বাংলা নাটকের অন্যতম 'চর্চিত অথচ বিস্মৃত' চরিত্র। নাটককে তিনি কেবল একটা 'পারফর্ম্যান্স' হিসেবে দেখতেন না। শিল্প বলতে বুঝতেন সমাজ বদলের হাতিয়ার। থিয়েটারকে বুঝতেন গণের নাটক। যা কেবল সাধারণ মানুষের ভাল-মন্দ-দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কথা বলবে না। নাটকের মধ্য দিয়ে মানুষও হয়ে উঠবে সেই গল্পের এক-একজন কুশীলব। দর্শক এবং রঙ্গকর্মী সকলে একত্রে ঢুকে পড়বেন থিয়েটারের অঙ্গনে। তার পরে বিপ্লব ঘটে যাবে। জীবন, রাজনীতি এবং থিয়েটার নিয়ে এ ভাবেই মিলেমিশে ছিলেন বিজন। যাপন-অর্থনীতি-রাজনীতি-পরব— সব নিয়ে মাখামাখি বিজন ভট্টাচার্য

নিজেই আসলে একটা থিয়েটার! মোনোলগ। 'নবান্ন'র নাট্যকার তাই আজও ছ্যাঁকা দেন। অভিনয়কে, থিয়েটারকে বোধহয় খুব 'অর্গানাইজ়ড' ভাবে দেখতেও চাননি বিজন। দল গোছাতে চাননি। বরং সংগ্রামের পথটাই ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। হয়তো সে-জন্যই মুক্তমঞ্চে নাটক চলাকালীন যখন পায়ে পেরেক ফুটে গিয়েছিল, তিনি অভিনয় বন্ধ করেননি। দুই সিনের মাঝখানে পা থেকে বারও করতে পারেননি পেরেক। পেরেক বেঁধা রক্তাক্ত পায়ে শেষ হয় শেষ অভিনয়। রাতে বাড়ি ফিরে রক্তবমি। দু'বার। পরদিন মৃত্যু।

১৯৩৫ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৫-২০২০) এদিন জন্ম নেন। তিনি শুধু বাংলা ছবির মহাতারকা ছিলেন না, ছিলেন অভিনেতা-নাট্যকার-বাচিকশিল্পী-কবি-চিত্রকরও। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কাজের সুবাদে সবচেয়ে বেশি পরিচিত সৌমিত্র। তাঁর পরিচালনায় মোট ১৪টি ছবিতে কাজ করেছেন সৌমিত্র। লিজিয়ঁ অব অনার, দাদাসাহেব ফালকে, বঙ্গভূষণ, পদ্মভূষণ এবং জাতীয় স্তরে আরও অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। নাহ্, উত্তমকুমার হয়ে ওঠেননি তিনি। অন্য বহু তারকার মতো টলিউডের কমার্শিয়াল ছবিতে দাপিয়ে কাজ করেছেন এমনও নয়। তাঁর একমাত্র সম্পদ 'অ্যাকাডেমিক ইনটেলিজেন্স'। অভিনয়ে বুদ্ধির সংযত ঝলক। আর সেই হাতিয়ার সম্বল করেই কখনও তিনি হয়েছেন রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' আবার কখনও সত্যজিৎ রায়ের প্রদোষচন্দ্র মিত্র। 'ময়ূরবাহন' থেকে 'ময়ূরাক্ষী'। 'ক্ষিদ্দা' থেকে 'উদয়ন পণ্ডিত'। বাঙালি তাঁকে ঘিরে সব আশা দু'হাত ভরে মিটিয়েছে।

১৯০৫ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) এদিন পরলোক গমন করেন। ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক। রবীন্দ্রনাথের বাবা। আজ থেকে প্রায় পৌনে দু'শো বছর আগে বাজারে প্রায় এক কোটি টাকা দেনা রেখে মারা গেছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ। সম্পত্তি ছিল চল্লিশ লক্ষ টাকার। এই চল্লিশের মধ্যে তিন লাখের সম্পত্তি রেখে বাকি সবটাই বিক্রি করে দেন দেবেন্দ্রনাথ এবং ওই বাকি তিনলাখ থেকে পরের প্রায় চল্লিশ বছরে সুদে-আসলে বাকি ঋণ শোধ করেন দ্বারকানাথের দায়িত্ববান জ্যেষ্ঠপুত্র। পূজা-পার্বণাদি বন্ধ করে 'মাঘ উৎসব', 'নববর্ষ', 'দীক্ষা দিন' ইত্যাদি উৎসব প্রবর্তন করেন। ১৮৬৭ সালে তিনি বীরভূমের ভুবনডাঙা নামে একটি বিশাল ভূখণ্ড ক্রয় করে আশ্রম স্থাপন করেন। এই আশ্রমই আজকের বিখ্যাত শান্তিনিকেতন।

১৯২৭ স্যার ডাঃ কৈলাসচন্দ্র বসু (১৮৫০-১৯২৭) এদিন প্রয়াত হন। মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে ক্যাম্বেল হাসপাতালের রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার হন। মূলত তাঁর চেষ্টায় বাঙলায় পশুচিকিৎসা কলেজ স্থাপিত হয়। ট্রপিক্যাল মেডিসিন স্কুল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান ছিল। ভারতীয় ডাক্তারদের মধ্যে তিনিই প্রথম স্যার উপাধি পান।

১৯৯২ মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (১৯২৯-১৯৯২) প্রয়াণদিবস। প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী ও সুরকার। নজরুলগীতি, দ্বিজেন্দ্রগীতি, পল্লিগীতি, আধুনিক, পুরাতনী, সব রকম গানেই স্বচ্ছন্দ ছিলেন। ১৯৪৫ সাল থেকে বেতারে গান গাইতেন। প্রথম প্লেব্যাক 'নবজন্ম' ছবিতে। সুরকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ ১৯৫০-এ 'চাঁপাডাঙার বউ' ছবিতে। ১৯৭০-এ বিএফজে পুরস্কার পান।

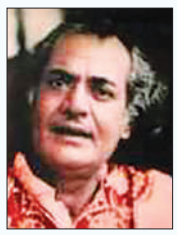

নজরকাড়া ইনস্টা

■ মধুমিতা সরকার

■ সুদেশ ভোঁসলে

■ নেহা শর্মা

কর্মসূচি

■ বাংলার ভোটাধিকার রক্ষার্থে ও বিজেপির চক্রান্তের বিরুদ্ধে বৈদ্যবাটি পুরসভার ১১ নং ওয়ার্ডে পথসভা অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল সভাপতি অরিন্দম গুঁই, পুরপ্রধান পিন্টু মাহাত, পুরপ্রধান পারিষদ তথা জেলা তৃণমূল জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সুবীর ঘোষ, পুরসদস্য শুভাশিস জোয়ারদার, পুরসদস্য প্রবীরকুমার পাল, শহর তৃণমূল সভাপতি শ্যামলেন্দু মুখোপাধ্যায়।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৬১৯

১		২	■	৩			৪
	■		■		■	■	
	■	৫			৬		
৭			■	■		■	■
■	■		■	■	৮		৯
১০			১১			■	
	■	■		■		■	
১২				■	১৩		

পাশাপাশি : ১. মাছের ফুলকো ৩. জীবনধারণ, বেঁচে থাকা ৫. মানমন্দির ৭. অংশ, ভাগ ৮. খেল, বাজি ১০. ছাপার ভুল ১২. স্বাস্থ্যবান ১৩. লাভ,প্রাপ্তি।

উপর-নিচ : ১. পায়রা ২. তার আশ্রিত ৩. চেঁচিয়ে, উচ্চকণ্ঠে ৪. চোঙ ৬. আধিপত্য অধিকার ৯. অশান্তিপূর্ণ ১০. ভক্ত মুসলমান ১১. আয়ুষ্কাল।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৬১৮ : পাশাপাশি : ১. হেলদোল ৩. প্রয়াত ৫. বিভু ৬.ইন্দিরা ৮. থানা ১০. মজুরি ১১. চুম্বক ১৩. জলা ১৫. ঠোক্কর ১৮. দর ১৯. পারিয়া ২০. ম্লানমুখ। **উপর-নিচ:** ১. হেথাহোথা ২. দোলাই ৩. প্রভু ৪. তর্জা ৫. বিরাম ৭. খারিজ ৯. নাচুনে ১২. কঠোর ১৪. লাখলাখ ১৬. রতন ১৭. ক্ষপা ১৮. দয়া।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

19 January, 2026 • Monday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৯ জানুয়ারি ২০২৬
সোমবার

চাপড়ায় জনগর্জন ■ মেগা র‍্যালিতে অভিষেক

অসুস্থকে নিজের গাড়িতে এনে বসালেন অভিষেক

■ অভিষেকের গাড়িতে অসুস্থ মহিলা সমর্থক।

প্রতিবেদন : চাপড়ার সভায় তখন চলছে মানুষের গর্জন। বক্তব্য রাখছেন অভিষেক। চারিদিক থেকে আওয়াজ উঠছে জয় বাংলা। হঠাৎ অভিষেক লক্ষ্য করলেন হাতে ব্যাগ নিয়ে পড়ে যাচ্ছেন এক মহিলা সমর্থক। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির মাথা থেকে ছুঁড়ে দিলেন জলের বোতল। বললেন, মুখে জল দিন। সরিয়ে নিয়ে আসুন। একটু জায়গা করে দিতে অনুরোধ করলেন সকলকে। প্রথমে বললেন, একটু খালি জায়গায় নিয়ে গিয়ে অসুস্থ মহিলাকে বসাতে। এরপর সিদ্ধান্ত বদল করে বললেন, তিনি যে গাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখছেন, সেই গাড়িতে নিয়ে আসতে। গাড়ির পিছনের সিটে তাঁকে বসিয়ে সমর্থকদের বললেন দ্রুত অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করতে। প্রত্যেকটি সমর্থক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার জন্য অপেক্ষা করলেন। অভিষেক ফের বক্তব্য রাখা শুরু করলেন তারপর। পরবর্তীতে চাপড়ার পুরাতন পীতাম্বরপুরের বাসিন্দা সাক্ষী সোনা মণ্ডল নামে ওই মহিলাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি স্থিতিশীল, চলছে চিকিৎসা। পাশে রয়েছে তৃণমূল কর্মীরা। বহরমপুরের পর চাপড়ায় ফের একবার দলের অভিভাবকের ভূমিকায় দেখা গেল অভিষেককে।

আজ বারাসতে অভিষেক
সেজে উঠেছে কাছারি ময়দান

সংবাদদাতা, বারাসত: আজ বারাসতের কাছারি ময়দানে আসছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই কর্মসূচি ঘোষণার পর থেকেই তাঁকে স্বাগত জানাতে মুখিয়ে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার জেলাসদর বারাসত। শহর সেজে উঠেছে ঘাসফুলের পতাকা ও যুবরাজের ব্যানার-ফেস্টুনে। জেলা জুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মী-সমর্থকেরা প্রবল উদ্দিপনায় অপেক্ষা করছেন তাঁদের প্রিয় নেতাকে একবার চোখের দেখা দেখার জন্য। একই সঙ্গে আসন্ন নির্বাচনের আগে দলের সেনাপতির কী বার্তা দেন তা শোনার জন্যও উদগ্রীব অনুগামীরা। বারাসত

■ সভাস্থল পরিদর্শনে রথীন ঘোষ, পার্থ ভৌমিক, নারায়ণ গোস্বামী, সুনীল মুখোপাধ্যায়, তাপস দাশগুপ্ত, বুরহানুল মুকাদ্দিম-সহ দলীয় নেতৃত্ব। রবিবার।

কাছারি ময়দানের সভাস্থল তৈরির কাজ শেষ। তাঁর আগমনে যে বারাসতে জনসুনামি হবে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। তবে রাস্তায় যাতে পরিবহণ পরিষেবায় কোনওরকম বিশৃঙ্খলা না হয় তার জন্য সজাগ পুলিশ প্রশাসন। প্রশাসনের তরফে আজ বারাসত শহরে সকাল ৮টা থেকে সভা শেষ হওয়া পর্যন্ত ভারী যান চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জনজীবন স্বাভাবিক রাখতে কিছু রুট ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। জরুরি পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে ও গন্ডগোল এড়াতে প্রচুর পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে শহর বারাসতকে। রবিবার চূড়ান্ত পর্যায়ে কাছারি মাঠের সভাস্থল পরিদর্শন করেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, বারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক, জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, বারাসত পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায়, উপপুরপ্রধান তাপস দাশগুপ্ত, বসিরহাটের সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম, দেবাশিস মিত্র, লিঙ্কন মল্লিক, চয়ন দাস সহ বহু তৃণমূল নেতা-কর্মীরা।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

19 January, 2026 • Monday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

ভোট-পাখি

সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রী রবিবার লোক দেখানো কয়েকটি রেল প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন। মজার ব্যাপার হল, যে প্রকল্পগুলির মধ্যে কয়েকটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন ঘোষণা করা হয়েছিল। তার মধ্যে তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর লাইনের একটি অংশ প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করলেন। ২০০০-২০০১ অর্থবর্ষ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন রেলমন্ত্রী। সেই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাজেট বক্তৃতায় প্রকল্পের ঘোষণা এবং অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন। দেরি হল বিজেপি সরকারের চূড়ান্ত ঔদাসিন্যের কারণে। নইলে অনেক আগে এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হত। ঠিক যেভাবে একের পর এক মেট্রো প্রকল্পগুলি আটকে রেখেছিল বিজেপি সরকার। সমস্ত কিছুতে অর্থ বরাদ্দের বিরোধিতা করেছিল নরেন্দ্র মোদি সরকার। ভোটের আগে মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে আসার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন উত্তরবঙ্গে চা-বাগান অধিগ্রহণ করবে কেন্দ্রীয় সরকার। অধিগ্রহণ দূর-অস্ত, চা-শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ায়নি কেন্দ্র। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চা-সুন্দরী প্রকল্প করে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। দেশের মানুষ ১৫ লাখের জুমলা দেখেছে। দেখেছে প্রতি বছর দু'কোটি বেকারির প্রতিশ্রুতির মিথ্যাচারও। রবিবার আর একবার দেখল বাংলা। ভোট যত এগিয়ে আসবে বিজেপির জুমলা তত বাড়তে থাকবে। বাংলার মানুষ বিজেপির এই মিথ্যাচারের রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত। তাই ভোট-পাখিদের যথাসময়ে যথার্থ শিক্ষা দেবেন।

e-mail থেকে চিঠি

হিয়ারিং হয়রানি আর নেই দরকার, বন্ধ হোক সার

হিয়ারিংয়ের নামে বাংলায় তুঘলকি রাজ চলছে। সবটাই করা হচ্ছে এআই মায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নামক নয়া ইন্দ্রজালকে অস্ত্র করে। বিএলওদের অ্যাপে নিত্যনতুন নির্দেশিকা, যা প্রক্রিয়াটাকে সহজ করার তুলনায় প্রতিমুহূর্তে জটিল করছে। তার উপর লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সি বা 'যৌক্তিক অমিল' খায় না মাথায় দেয় আম ভোটারের ৯৯ শতাংশই জানেন না। তবু গেরুয়া নির্দেশে চালিত এসআইআরের শেষ পর্বে কমিশনের আস্তিনে এই প্রযুক্তিই দৈত্যের ভূমিকায়। ওই ব্যবস্থাকে ব্যবহার করেই নাটকের শেষ অংকে বিনা যুক্তিতে শত শত ভোটারকে হেনস্তা করা হচ্ছে বিনা করণে। বিশেষ করে সংখ্যালঘু এলাকায়। নোটিশে নোটিশে নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। হিমশিম খাচ্ছেন বিএলওরাও। কারও বয়স ৮২ তো কারও ৮৬। শুক্রবারই আমার সামনেই এক মহিলা টানা দু'ঘণ্টা লাইনে দাঁড়ানোর পরও ডাক না পেয়ে অসুস্থ বোধ করায় তাঁকে আগে ছেড়ে দেওয়া হল, কিন্তু শুনানি শেষে বাড়ি ফিরে তিনি কেমন আছেন খোঁজ নিল কি কেউ? অর্ধশতকের বেশি নিজের আস্তানায়, কোথাও কোনও অসঙ্গতি নেই, তাও নোটিশ। কোথাও বলা হচ্ছে আপনার ৬টা ছেলেমেয়ে হল কীভাবে? এটা কোনও সন্দেহের কারণ হতে পারে? আশি বছরের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে তার ফিরিস্তি দিতে হবে হাঁটুর বয়সি অফিসারকে, এটা মামদোবাজি না নির্বাচন কমিশনের 'কৃত্রিম সৌজন্যবোধ'-এর নয়া চেহারা। বুঝতেই পারছেন লক্ষ্য সংখ্যালঘু ভোটার এবং অবশ্যই সীমান্তবর্তী জেলার লোকজন। রিসিট ছাড়াই বহু জায়গায় অরিজিনাল ডকুমেন্ট পর্যন্ত রেখে দেওয়ার অভিযোগ আসছে। এটা কমিশনের এক্তিয়ারের সম্পূর্ণ বাইরে। সংখ্যালঘু পঞ্চাশ হাজার কমাতে পারলে কার লাভ? কোথাও মিসফায়ার হলে টেকনিকাল গ্লিচ বলে অস্বস্তি ঢাকার চেষ্টা করছে বিএলও এবং এইআরও সম্প্রদায়, সঙ্গে বোকা বোকা হাসি। যেন নির্বাচকের সংখ্যা কমানোই প্রাথমিক অগ্রাধিকার! রোহিঙ্গা খুঁজতে ব্যর্থ কমিশনের শেষ চ্যালেঞ্জ, এ-রাজ্যে সংখ্যালঘু ভোটারের শতাংশ ৩০ থেকে যদি ২৭ কিংবা আরও একটু কম করা যায়! এদলের বিবেক মায় নাগপুরের সংঘ পরিবার সংখ্যালঘুদের সঙ্গে ভোটে পাল্লা দিতে প্রায়শই একাধিক সন্তানধারণের প্রস্তাব দেন।

— ভারতী নাগ, টালিগঞ্জ, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

মিথ্যার জমিদারদের নির্যাতন কমিশন

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নাকি সব পারে! চাকরি, কর্মসংস্থানের মাথায় বেত্রাঘাতের সঙ্গে চিবিয়ে খেয়ে নিতে পারে বৈধ ভোটারকেও অবলীলায়। এই মুহূর্তে বাংলার বিভিন্ন স্কুল কলেজ ভোটকেন্দ্র ঘুরে দেখলে ভোটার বাদ দেওয়ার নামে সেই হেনস্তা ও অত্যাচারের টুকরো টুকরো ছবিই সামনে আসছে প্রতিনিয়ত। এসআইআর পর্যবসিত হয়েছে ভোটার অধিকার কাড়ার নির্মম উৎসবে! বাংলার নাগরিক ইতিহাস কোনও নির্বাচনের আগে নির্বাচকদের নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলা দেখেনি। লিখছেন **চন্দ্রিমা পাঠক**

বিজেপির অঙ্গুলি হেলনে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া, অর্থাৎ 'সার'কে অসার একটি প্রক্রিয়া করে ছাড়ল সংঘী জ্ঞানেশকুমারের নির্বাচন কমিশন। জানুয়ারি ২০২৬-এর মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গবাসী বেশ বুঝতে পারছেন, এসআইআর (SIR) একটি থ্রি-ডি (3D) প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে। এর ত্রিবিধ পরিণতি 'দ্য ডিলিটেড' (অর্থাৎ, অপনীত), দ্য ডাউটফুল (অর্থাৎ সংশয়জনক) এবং দ্য ডিসেনফ্রাঞ্চাইজড (অর্থাৎ ভোটাধিকার বঞ্চিত) নাগরিকের সৃষ্টি। প্রথম দফায় খসড়া ভোটার তালিকা থেক ৫৮ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। তাঁদের অনুপস্থিত, স্থানান্তারিত, মৃত ও ভুয়ো হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এরকম সব জীবিকা সংক্রান্ত ও বাসস্থানগত সমস্যার কারণে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় বহু বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। কলকাতা বন্দর এলাকায় এভাবেই ২.২৮ লক্ষ ভোটদাতার মধ্যে প্রায় ২৬ শতাংশের নাম বাদ পড়েছে। সবর ইনস্টিটিউটের সমীক্ষার ফলে প্রকাশ, এই অঞ্চলে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে তাঁদের অধিকাংশের (১৬.২ শতাংশের) পদবি 'সিং'। তারপরেই বাদ যাওয়া নামের (৮.৪১ শতাংশ) পদবি 'খাতুন'।

উত্তর ২৪ পরগনায় অবস্থিত চটকল এলাকায় ভোটারদের বেশির ভাগই পরিযায়ী শ্রমিক। এসব এলাকার বুথগুলিতে বাদ যাওয়া নামের সংখ্যা বেশি। এখানকার ভোটারদের নাম কী হারে বাদ পড়েছে, সেটা বোঝার জন্য দুটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। মেঘনা জুটমিল সংলগ্ন এলাকার বুথে ৭০৪ জন ভোটারের নাম কাটা পড়েছে। অ্যাল্যায়েন্স জুটমিল ক্যান্টিন বুথে বাদ পড়েছে ৬৭৭ জন ভোটারের নাম।

'সার' কার্যকর করার ব্যাপারে সবচেয়ে উৎসাহী ছিল বিজেপি। তারাই অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুসলমান ভোটাদের নিয়ে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার। 'সার' অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিদের ভারত থেকে তাড়াবে, এই প্রচারের প্রকোপ দেখেছে পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু প্রথম দফায় 'সার'-শেষে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ পড়েছে কলকাতায়, বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে নয়। মহানগরীর ১১টি বিধানসভা কেন্দ্রে ৬.০৬ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। সবচেয়ে বেশি বাদ পড়েছে উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্রে, শতাংশের বিচারে বাদ যাওয়া ভোটারের সংখ্যা মোট তালিকাভুক্ত ভোটারের ৩৬.৮৫ শতাংশ। এই বিধানসভার অন্তর্গত ৪২ নং ওয়ার্ডে শ্রী জৈন শ্বেতাম্বর তেরাপন্থী বিদ্যালয়ের বুথে নথিভুক্ত ভোটারদের মধ্যে ৭১৮ জন ভোটারের নাম কাটা গিয়েছে। এদের মধ্যে ১৫.৯১ শতাংশের পদবি 'দাস'। ১১.৮৮ শতাংশের পদবি 'সিং'। ৬.৩৩ শতাংশের পদবি 'শর্মা'। ৫.০৭ শতাংশের পদবি 'গুপ্তা'। 'দাস' ছাড়া বাকি তিনটি পদবিই কিন্তু অবাঙালি হিন্দু ভোটারদের। মুসলমান ভোটারের নয়।

সবর ইনস্টিটিউটের সমীক্ষায় প্রকাশ, উত্তর ২৪ পরগনা ও নদিয়া জেলায় ১৫টি মতুয়া অধ্যুষিত বিধানসভার প্রত্যেকটিতে গড়ে ৩৩.৯৫ শতাংশ নথিভুক্ত ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে 'স্থায়ীভাবে অন্যত্র চলে গিয়েছেন', এই কারণ দেখিয়ে। আর এই ১৫টি বিধানসভার প্রত্যেকটিতে গড়ে ২১.৫১ শতাংশ ভোটারকে 'অনুপস্থিত' দেখানো হয়েছে।

আর এই মতুয়া অধ্যুষিত এলাকাগুলোয় গেলেই দেখা যাবে, বাসিন্দাদের আলোচনার একমাত্র বিষয় হল 'সার'-এর শুনানির 'সমন'। গোবরডাঙার ১১ নং ওয়ার্ডের মতো বেশির ভাগ ওয়ার্ডেই যাঁরা শুনানির ডাক পেয়েছেন, তাঁদের বেশিরভাগেরই নাগরিকত্ব প্রমাণের নথি নেই। তাঁরা কী করবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না। এঁদের বেশিরভাগই গত শতাব্দীর আটের দশকে ওপার বাংলা থেকে এপারে এসেছেন। গাছের তলায় কাটিয়েছেন বহু রাত্রি। নথি বলতে সম্বল বাড়ির দলিল, খসড়া তালিকায় নিজের নাম খুঁজে না-পেয়ে এরকম মানুষজন আতঙ্কিত।

আবার গত শতাব্দীর সাতের দশকের মাঝামাঝি থেকে ভারতে আছেন; ১৯৭৫-এ তাঁদের বাবা-মা ভোট দিয়েছেন; ২০০২-এর ভোটার তালিকায় বাবা-মায়ের নাম ছিল; এখন খসড়া তালিকায় গোটা পরিবারের নাম উধাও। ওদিকে শুনানি কেন্দ্র প্রায় ১৫ কিমি দূরে। এঁরাও আতঙ্কিত। কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না।

এরকম মানুষদের আতঙ্ক বৃদ্ধির কারণ অনেকটাই অবশ্য শান্তনু ঠাকুর। তাঁর বক্তব্য, ৫০ লক্ষ রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশি মুসলমানের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য এক লক্ষ মতুয়া না-হয় কিছুদিনের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারলেন না, তাতে ক্ষতি কী!

এই মন্তব্যের ফলে যে ক্ষতি মতুয়া মহল্লায় হয়েছে, সেই ড্যামেজ কন্ট্রোলের জন্য এখন শান্তনু মরিয়া। মতুয়া সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে ছুটছেন রাষ্ট্রপতির কাছে। কিন্তু যে সত্যিটা মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়েছে, সেটাতে যে পরিমাণ আতঙ্ক ছড়িয়েছে, তা মোছা যাচ্ছে না কিছুতেই। মতুয়ারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেনই, এমন কথা বুক ফুলিয়ে বলতে পারছেন না, বলাতে পারছেন না কেন্দ্রের শাসক দলের কোনও ওজনদার সর্বভারতীয় নেতাকে দিয়ে। ভয় যাচ্ছে না কিছুতেই।

বিতর্ক এড়াতে নানা রকম নতুন নতুন নির্দেশিকা জারি করে চলেছে নির্বাচন কমিশন। আর বিজেপি ফাটা রেকর্ডের মতো বলে চলেছে, অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত, ভুয়ো আর মৃতদের তালিকা থেকে বাদ দিতে চাইলে 'সার'-এর কোনও বিকল্প নেই।

সব মিলিয়ে সার সংশোধিত ভোটার তালিকা তৈরি করতে গিয়ে বাদ পড়া, সন্দেহজনক আর ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে চলা নাগরিকদের নিয়ে ল্যাজে-গোবরে। ত্রুটিহীন ভোটার তালিকা ক্রমশ নির্বাচন কমিশনের এলেমের বাইরে চলে যাচ্ছে। সারের সারকথা অসার নিষ্ফল প্রয়াস হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এক ব্যর্থ পরিহাস হয়ে দাঁড়াচ্ছে ভোটার তালিকায় সংশোধনের বিশেষ উৎসব।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

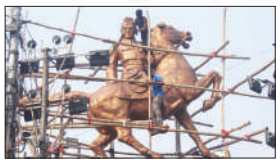

সামনে ২৩ জানুয়ারি।
চলছে তারই প্রস্তুতি

বিদ্যাসাগরের ছবি হাতে মূর্তি ভাঙার প্রায়শ্চিত্ত প্রধানমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : কলকাতায় রোড শো করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে ছিলেন অমিত শাহ ও তাঁর অনুগামীরা। কাকতালীয়ভাবে তখনও একটা নির্বাচন আসন্ন ছিল। আর এবার বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে নরেন্দ্র মোদিকে সিঙ্গুরের সভায় সেই বিদ্যাসাগরের ছবি উপহার দিল বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব। এর আগেও সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রকে অপমান করার পর ভুল শোধরাতে তাঁর পুরো নাম টেলিপ্রম্পটার দেখে উচ্চারণ করেছিলেন মোদি। রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা প্রশ্ন তোলেন, তখন মূর্তি ভেঙেছিল। আর এখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছবি উপহার নিচ্ছেন। তবে কি প্রায়শ্চিত্ত করলেন এবার?

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একাধিকবার বিভিন্ন উপায়ে অসম্মান, রাজা রামমোহন রায়কে ব্রিটিশদের দালাল বলে আখ্যায়িত করা, স্বামী বিবেকানন্দকে অজ্ঞ বামপন্থী প্রোডাক্ট, বঙ্কিমচন্দ্রকে বঙ্কিমদা বলে অপমান— এইরকম অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যাবে, যেখানে বাংলা-বিরোধী বিজেপি বাংলার মনীষীদের বারবার অপমান করেছে!

এখন বিদ্যাসাগরের ছবি উপহার নেওয়া যে নিতান্তই মোদির নিজেকে বাঙালি-প্রেমী মনে করানোর চেষ্টা, তাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয় তৃণমূলের তরফে। মন্ত্রী পাঁজা দাবি করেন, আসলে গভীরতা নেই। সবটাই উপরসা। সবটাই দেখানোর জন্য। আমি বিদ্যাসাগরের মূর্তি দিলাম, মা দুর্গার মূর্তি দিলাম। কিন্তু আন্তরিকতা নেই। বাস্তবে বাংলা থেকে যুগে যুগে যেভাবে নারীর সম্মানে আন্দোলন, সংস্কার হয়েছে, তা আজও গ্রহণ করতে পারে না বিজেপির নেতারা। তাই লোক দেখানো পদক্ষেপ নিতে হয়। পার্থ ভৌমিক প্রশ্ন তোলেন, বিজেপি নেতাদের প্রকাশ্য সভায় গিয়ে বলতে বলুন না, আমি বিধবা বিবাহ সমর্থন করি। যাঁরা মহিলাদের সম্পর্কে কটূক্তি করে, বহিরাগত যে নেতারা আসেন, তাঁদের একবার বলতে বলুন।

ধ্রুপদী ভাষার স্বীকৃতি বিতর্ক
মোদির মিথ্যাচার ফাঁস করে জবাব তৃণমূলের

প্রতিবেদন : বাংলা-বিদ্বেষী মোদি সরকার বাংলায় এসে বাংলা ভাষার গুণগান করছেন। যাঁরা বাংলাকে বাংলাদেশি ভাষা বলে দাগিয়ে দেন, বিজেপির রাজ্যে বাংলাভাষী শ্রমিকদের খুন করে, নির্যাতন করে পুশব্যাক করিয়ে দেন, তাঁদের মুখে বাংলার কথা মানায় না। সিঙ্গুরের সভায় নাটকীয় আস্ফালনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দাবি করেছেন, তাঁর সরকার বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দিয়েছে। মোদির এই মিথ্যাচারের প্রতিবাদে পয়সা চোর, ভোট চোর, ডেটা চোর, ক্রেডিট চোর বলে কটাক্ষ করে তৃণমূল আসল সত্য প্রকাশ করে। মোদির মিথ্যা ভাষণের পর সমাজ মাধ্যমে তৃণমূল জানিয়ে দেয়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অনেক গবেষণা করে একটি চার খণ্ডের বিশাল সংকলন তৈরি করা হয়েছিল। সেই সংকলনে প্রমাণ দেওয়া হয়েছে, বাংলা ভাষার শিকড় ২,৫০০ বছরেরও বেশি পুরনো। বাংলা ভাষার ধ্রুপদী মর্যাদার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন। তবুও বাংলা-বিরোধী, বাঙালি-বিদ্বেষী মোদি সরকার বছরের পর বছর সেই দাবিকে উপেক্ষা করেছিল। মোদিজির দল আসলে যা করেছে তা হল— বাংলাকে 'বাংলাদেশি ভাষা' বলেছে। দাবি করেছে যে, বাংলা বলে কোনও ভাষাই নেই। জনগণনার নথিতে যারা বাংলাকে তাদের মাতৃভাষা হিসেবে উল্লেখ করেছে, তাদের বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছে। বাংলা বলার 'অপরাধে' অসহায় মানুষকে আটক, হেনস্থা, দেশছাড়া করেছে এবং মারধরও করেছে।

সেবাশ্রয়-এর গানে মোদি অভ্যর্থনা বিজেপির!

প্রতিবেদন : বাংলায় যেভাবে সংগঠন করতে ব্যর্থ বিজেপি, তারই প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট হয়ে গেল নরেন্দ্র মোদির সিঙ্গুরের সভা মঞ্চে। দলের নেতা-কর্মীদের প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারা বিজেপি যে ধার করা কর্মী-সমর্থক নিয়ে নরেন্দ্র মোদিকে দেখানোর জন্য সিঙ্গুরের মাঠ ভরাট করেছিল, তার প্রমাণ মিলল নদিয়ার চাপড়ার মঞ্চে। মোদিকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে বাজানো হল তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেবাশ্রয়ের গান। বঙ্গ বিজেপির এমনই দুরবস্থা যে তৃণমূল সাংসদের কর্মসূচির গান বাজিয়ে হল নরেন্দ্র মোদির অভ্যর্থনা। বিজেপির নেতারা বারবার সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকসভা কেন্দ্র ও পরে নন্দীগ্রাম এলাকার সেবাশ্রয় নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছনে। এবার বিজেপির তৈরি করা আদর্শ যে বিজেপির কর্মী, সমর্থকরাই মানে না, তা স্পষ্ট হয়ে গেল সিঙ্গুরের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মঞ্চ থেকে। দলীয় কর্মসূচির মঞ্চে যখন নরেন্দ্র মোদি উঠছিলেন সেই সময় হঠাৎই তাদের মঞ্চে বেজে ওঠে সেবাশ্রয়-২ এর গান। তারপর কয়েক সেকেন্ডেই তা বন্ধ দেওয়া হয়। তবে স্পষ্ট হয়ে যায়, সমর্থকদের একদিনের জন্য জোগাড় করে সভা ভরাতে নিয়ে এসেছে বিজেপির রাজ্য নেতারা, তাঁরা আসলে তৃণমূলের বিশ্বাসকেই লালন করেন।

'প্রচারমন্ত্রী' মোদির মুখে এ কোন উন্নয়নের বুলি, তথ্যে কড়া জবাব

অপপ্রচার সত্ত্বেও বাংলা মাথা নত করে না

প্রতিবেদন : ফের মিথ্যাচার। এবার সিঙ্গুরে দাঁড়িয়ে। 'প্রচারমন্ত্রী' নরেন্দ্র মোদির মুখে 'উন্নয়নে'র বুলি। কোন উন্নয়নের বুলি আওড়াচ্ছেন তিনি? দিল্লিতে বিষাক্ত বাতাস, ইন্দোরে দূষিত জলে মানুষের মৃত্যু, রেকর্ড বেকারত্ব, ভেঙে পড়া পরিকাঠামো, টাকার দামের পতন, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, ব্যর্থ বিদেশনীতি আর যুবসমাজের আত্মহত্যা— এগুলোই কি মোদিজির উন্নয়ন? এগুলিই কি তাঁর কাছে 'গর্বে'র বিষয়? সে প্রশ্নই ছুঁড়ে দিল তৃণমূল।

তৃণমূলের সাফ কথা, আমরা বাংলায় প্রকল্প রূপায়ণ করতে চাই, কিন্তু আপনি আমাদের এতটাই ঘৃণা করেন যে, ১.৯৬ লক্ষ কোটি টাকার পাওনা আটকে রেখেছেন। বাংলার মানুষ কষ্ট পাচ্ছে। তাদের আবাস, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও সমস্ত বাধা পেরিয়ে বাংলা উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলায় ২ কোটিরও বেশি কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে, বেকারত্বের হার কমেছে ৪০ শতাংশ। জিএসডিপি ৪.৪১ গুণ বেড়ে ২০.৩১ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। মাথাপিছু আয় প্রায় তিন গুণ বেড়েছে। ১.৭২ কোটি মানুষকে দারিদ্র্যসীমা থেকে মুক্ত করা হয়েছে। মূলধনী, পরিকাঠামোগত এবং সামাজিক পরিকাঠামো ব্যাপক শক্তিশালী হয়েছে। রাজ্যের নিজস্ব রাজস্ব আদায় বেড়েছে ৫.৩৩ গুণ। কারখানা ও কোম্পানিগুলো উন্নতি করছে এবং মুনাফা বেড়েছে ৫৪৬ শতাংশ। এতেই পরিষ্কার, মোদিজির সমস্যা বাংলার অর্থনীতি নিয়ে নয়। তাঁর আসল সমস্যা হল, এত অপপ্রচার সত্ত্বেও বাংলা মাথা নত করতে রাজি নয়।

■ কলকাতা পুলিশ আয়োজিত হাফ ম্যারাথনে মেয়র ফিরহাদ হাকিম, নগরপাল মনোজ ভার্মা, সাংসদ অভিনেতা দেব, মিমি চক্রবর্তী, রুক্মিণী মৈত্র-সহ অন্যরা। রবিবার মধ্য কলকাতায়। — সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

রায়দিঘিতে প্রতিবাদ সভা

■ রায়দিঘির সভায় বক্তব্য রাখছেন অরূপ চক্রবর্তী। রয়েছেন বাপি হালদার-সহ দলীয় নেতৃবৃন্দ। রবিবার।

সংবাদদাতা, রায়দিঘি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা সুন্দরবনের রায়দিঘি বিধানসভার লালপুরে সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে এসআইআরের বিরুদ্ধে রাজ্যে নির্বাচন কমিশনার ও বিজেপির বিরুদ্ধে একটি জনসভা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার, রায়দিঘির বিধায়ক অলোক জলদাতা, তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী, মথুরাপুর ১ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মানবেন্দ্র হালদার, রাজু পুরকাইত-সহ স্থানীয় জেলা নেতৃত্ব। সভায় এসআইআর চক্রান্ত নিয়ে বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন বক্তারা।

শুনানি : ডাক বাপি, বায়রনকে

প্রতিবেদন : একপেশে কাজ করতে গিয়ে স্থান-কাল-পাত্রের জ্ঞান হারিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এবার সারের শুনানির নোটিশ পাঠানো হল মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার এবং সাগরদিঘির বিধায়ক বায়রন বিশ্বাসকে। যাঁরা জনপ্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন এত বছর ধরে, বাংলার মানুষ যাঁদের নির্বাচিত করে উন্নয়ন করার সুযোগ করে দিয়েছে, আজ তাঁদের নাগরিকত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে বিজেপির এজেন্সি নির্বাচন কমিশন। এর আগেও তাঁদের গাফিলতির জন্য নোটিশ পেয়েছেন তারকা সাংসদ দেব, রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম, রাজ্যের বিধায়ক-মন্ত্রী জাকির হোসেন, লক্ষ্মীরতন শুক্ল। নোটিশ পেয়ে অত্যন্ত বিরক্ত বিধায়ক ও সাংসদ উভয়েই।

কাজের চাপে ব্রেন স্ট্রোক বিএলওর

■ মাহবুর রহমান

প্রতিবেদন : এনুমারেশন ফর্ম বিলি থেকে সংগ্রহ পর্ব মেটার পর এখন চলছে শুনানি পর্ব। এই পর্বে অনেক বেশি মানসিক চাপের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে বিএলওদের। কিন্তু নির্বাচন কমিশন নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল। কমিশনের জেদের শিকার হলেন রাজ্যের আর এক বিএলও। অতিরিক্ত কাজের চাপে ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হলেন বিএলও মাহবুর রহমান মোল্লা (৫২)। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মাহবুর মথুরাপুরের গৌরীপুর এলাকার একটি স্কুলের শিক্ষক। তিনি মথুরাপুর ব্লক ২ এর ১১০ নং বুথের বিএলওর দায়িত্বে রয়েছেন। কমিশনের নিয়ম মেনেই তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম বিলি করেন। কিন্তু খসড়া তালিকা প্রকাশের পর তাঁর বুথের একাধিক ভোটারকে কমিশনের তরফে শুনানির নোটিশ দেওয়া হয়। তাঁর পরিবারের দাবি, এই নিয়ে প্রবল মানসিক চাপে ছিলেন মাহবুর। শনিবার রাতে তিনি বেশি অসুস্থ বোধ করলে তাঁকে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা জানান, ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন মাহবুর। সেখান থেকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করেছে পরিবার। আপাতত সেখানেই চিকিৎসাধীন তিনি। পরিবারের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে অতিরিক্ত কাজের চাপ ও মানসিক চাপের ফলেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি।

রাজ্য
19 January, 2026 • Monday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সুন্দরবনে বেড়াতে গিয়ে কুলতলি এলাকায় লঞ্চ থেকে পা পিছলে পড়ে মাতলায় তলিয়ে গেলেন গড়িয়ার যুবক। নাম সুমন পাল

২৬ জানুয়ারি : বাংলার ট্যাবলোয় চাপে পড়ে অনুমোদন দিল কেন্দ্র

প্রতিবেদন : দীর্ঘ টালবাহানার পরে শেষে প্রবল চাপে ভোটমুখি বাংলায় ট্যাবলোকে অনুমোদন দিতে বাধ্য হলো কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। আগামী ২৬ জানুয়ারি দিল্লি কর্তব্য পথে দেখা যাবে বাংলার ট্যাবলো। সাধারণতন্ত্র দিবসে বেশিরভাগই বছরেই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের স্বিকার হয় বাংলা। কিন্তু এক্ষেত্রে বাংলার ভূমিকাকে সর্বভারতীয় মঞ্চে তুলে ধরতে উদ্যোগ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। ২৬ জানুয়ারি বাংলার ট্যাবলোর থিম রাখা হয়েছে 'স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার ভূমিকা'। ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসানে ঘটিয়ে যে বাংলার মনিষী,বিপ্লবী, কবি ও সাহিত্যিকরা দেশের স্বাধীনতা এনেছিলেন। সেই বাঙালি সংগ্রামীদের গৌরব গাথা ও আত্মবলিদান ট্যাবলোতে তুলে ধরবে বাংলার শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। ট্যাবলোকে সাজানো হবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলাম, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, বিপ্লবী বিনয়,বাদল দীনেশ সহ অন্যান্য মনীষীদের ছবি দিয়ে। যে বাংলার মনীষীদের বিজেপি অপমান করেছে। তাদের মুখের উপরে জবাব দিতেই বাংলার শাসক দল এই থিম বেছে নিয়েছে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশ।

দিল্লিতে রেসিডেন্ট কমিশনার অফিস সূত্রের খবর ট্যাবলো নিয়ে এক্সপার্ট কমিটির প্রথমে পাঁচবার বৈঠক হয়। প্রত্যেকটি বৈঠকে বাংলার তরফে অফিসিয়াল

ট্যাবলোর খুটিনাটি বুঝিয়ে প্রেজেন্টেশন দেন। কিন্তু এক্সপার্ট কমিটি নানা খুত খুঁজে বার করলেও তার যথাযথ যুক্তি তুলে ধরেন সরকারি আধিকারিকরা। ব্যাখ্যায় তুলে ধরা হয়, স্বাধীনতা আন্দোলনের বাংলার ভূমিকার পাশাপাশি ট্যাবলোতে বন্দেমাতরমও থিমের মেলবন্ধন তৈরি করা হবে। শেষে বাংলার ট্যাবলোকে ছাড়পত্র দেয় এক্সপার্ট কমিটি। কারণ এবছর পশ্চিমবঙ্গের ট্যাবলোর অনুমোদন না দিলে ভোটের আগে বাংলায় বিরুপ প্রভাব পড়বে তা বিজেপির অজানা নয় মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। এবছর মোট ১৭টি রাজ্য ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজের অনুষ্ঠানে অনুমোদন পেয়েছে। এর মধ্যে বাংলার পাশাপাশি অসম,ওড়িশা,রাজস্থান ও মহারাষ্ট্র রয়েছে। — ফাইল চিত্র

বাজল শীতের বিদায় ঘণ্টা

প্রতিবেদন : কুয়াশার দাপট থাকলেও আজ থেকেই বাড়বে তাপমাত্রা। মাঘের শুরু থেকেই শীতের বিদায় ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে আগামী দু-তিনদিনে আরও তিন ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়তে পারে। কলকাতায় ১৪ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পৌঁছে যাবে। পশ্চিমের জেলাগুলিতেও পারদ চড়বে। উত্তরে জেলাগুলিতে আবহাওয়ার তেমন কোনও পরিবর্তন নেই। তবে পাহাড়ের জেলাগুলিতে ঘন কুয়াশার সতকর্তা রয়েছে। দৃশ্যমানতা ৫০ মিটারের কাছাকাছি নেমে আসতে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, সরস্বতী পুজোর দিনে কলকাতায় গরম থাকবে ভালই। পশ্চিমের জেলাগুলিতে ঠান্ডার অনুভূতি থাকলেও তাপমাত্রা উপরের দিকই থাকবে। মূলত একের পর এক পশ্চিমি ঝঞ্ঝার প্রভাবেই তাপমাত্রার পারদ ওঠানামা করছে। শুক্রবার উত্তর-পশ্চিম ভারতে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা ঢুকেছে। নতুন করে আরও একটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা সোমবার ঢোকার কথা।

দু'হাজার শ্রমিক পরিবারের তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান

■ কর্মীদের হাতে পতাকা তুলে দিচ্ছেন বিশ্বজিৎ দাস ও নারায়ণ ঘোষ। রবিবার।

সংবাদদাতা, বনগাঁ : বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। তার আগে আরও একবার ঘাঁটি শক্ত হল তৃণমূল কংগ্রেসের। এদিন, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা নীলদর্পণ ব্লক থেকে প্রায় দুই হাজার শ্রমিক পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস ও বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি নারায়ণ ঘোষ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ পুরসভার পুরপ্রধান দিলীপ মজুমদার, বনগাঁ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মনোতোষ নাথ। যোগদানের পাশাপাশি এদিন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি তথা সংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি নারায়ণ ঘোষের ব্যবস্থাপনায় বনগাঁ রামনগর রোড এলাকায় প্রায় দু'হাজারের বেশি শ্রমিক এবং ব্যবসায়ীদের শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

শুনানি-হয়রানিতে বাড়ছে বিক্ষোভ

সংবাদদাতা, বাদুড়িয়া: সারের জন্য নাজেহাল অবস্থা রাজ্যবাসীর। হয়রানির অভিযোগে এবার সরব বাংলার মানুষ। নির্বাচন কমিশনের গাফিলতিতে ক্ষোভে ফেটে পড়ছে আমজনতা। সেই রাগ প্রকাশ পাচ্ছে তাঁদের বিক্ষোভের মধ্যে দিয়ে। রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করতে দেখা গেল বাদুড়িয়ারর শিমুলতলা এলাকার বাসিন্দাদের। জানা গেছে, এখানে ৯০০ ভোটারের মধ্যে ৪৭৫

ভোটারকে হিয়ারিং নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তারই প্রতিবাদে এই রাস্তা অবরোধ, বিক্ষোভ করেন গ্রামবাসীরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ সার এর নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে ইলেকশন কমিশন। ৯০০ ভোটারের মধ্যে ৪৭৫ জন ভোটারকে বারবার নোটিশ দেওয়া হচ্ছে। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ তারা রুজি-রুটির দায়ে কাজকর্ম করবে নাকি বারবার শুনানিতে যাবে। একইভাবে এদিন প্রতিবাদ করা হয় বসিরহাটের কাটিয়াহাট রোডে। এখানে পথ অবরোধ করে আগুন জ্বালিয়ে, কাঠের গুঁড়ি ফেলে রাস্তা অবরোধ করা হয়।

স্বামী-স্ত্রীর দেহ উদ্ধার

প্রতিবেদন : সাতসকালে মহেশতলা ফ্লাটে মিলল স্বামী-স্ত্রীর দেহ। মহেশতলা পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কুড়ি ফুট এলাকার ঘটনা। রবিবার সকাল থেকে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তন্ময় দে (৫২) ও তাঁর স্ত্রী রুমা রক্ষিত (৪৮)-এর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে না পেরে ফ্ল্যাটে ছুটে আসেন। শত ডাকাডাকিতেও সারা না মেলায় তারা পুলিশে খবর দেন। শেষপর্যন্ত পুলিশ ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে দম্পতিকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে বেহালা বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। দুজনের দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এসআইআরের প্রতিবাদে সভা

■ প্রতিবাদ সভায় লাভলি মৈত্র, সুদীপ রাহা-সহ দলীয় নেতৃবৃন্দ।

সংবাদদাতা, সোনারপুর : এসআইআরে কারচুপি, বাঙালিদের উপর বিজেপি রাজ্যে ক্রমাগত হামলা এবং বাংলার প্রাপ্য টাকা আটকে রাখার প্রতিবাদে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হল সোনারপুরে। সভায় বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধারণ মানুষ, শ্রমজীবী, ছাত্রছাত্রী, মহিলা ও যুবসমাজ একত্রিত হয়ে তাঁদের ক্ষোভ ও প্রতিবাদ তুলে ধরেন। উপস্থিত ছিলেন সুদীপ রাহা এবং বিধায়ক লাভলি মৈত্র। তাঁদের বক্তব্যে উঠে আসে কেন্দ্রের একের পর এক বঞ্চনামূলক নীতির কথা, যা সরাসরি বাংলার স্বার্থের বিরুদ্ধে। এসআইআর সংক্রান্ত কারচুপি শুধু প্রশাসনিক ব্যর্থতাই নয়, বরং পরিকল্পিতভাবে বাংলার মানুষকে বিভ্রান্ত ও অপমান করার ষড়যন্ত্র একথা জোরের সঙ্গে বলেন বক্তারা। সুদীপ রাহা বলেন, বাংলা দেশের অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখে, অথচ বারবার বাংলার প্রাপ্য টাকা আটকে রাখা হচ্ছে। এটা শুধু আর্থিক অবিচার নয়, এটা বাঙালির আত্মসম্মানে আঘাত।

■ বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ১৫ বছরের উন্নয়নের প্রচার কর্মসূচিতে রবিবার খড়দহের গঙ্গার পাড়ে রাসখোলা অঞ্চলের মহিলারা উন্নয়নের পাঁচালি পরিবেশন করেন। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক ও কৃষি ও পরিষদীয় বিষয়ক মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যরা।

■ মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দারের উদ্যোগে নেতাজি স্পোর্টস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের মাঠে নেতাজির মূর্তি উদ্বোধন করেন প্রাক্তন সাংসদ, শিক্ষাবিদ ও নেতাজি পরিবারের সদস্য সুগত বসু। অ্যাসোসিয়েশনের তরফে বসে আঁকো এবং রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

চতুর্থ সেমিস্টারের আগে কর্মশালা

সংবাদদাতা, হাওড়া: সামনেই উচ্চমাধ্যমিকের চতুর্থ সেমিস্টার। তার আগে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির তরফে কর্মশালার আয়োজন করা হল রবিবার বেলুড় হাইস্কুলে আয়োজিত এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মাধ্যমিক তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের হাওড়া সদরের সভানেত্রী বনশ্রী তলাপাত্র, বালি ব্লকের শেখ ইব্রাহিম, উচ্চমাধ্যমিকের জেলার যুগ্ম-আহ্বায়ক অতনু মণ্ডল, হাওড়া জেলা সদরের তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক ভাস্করগোপাল চট্টোপাধ্যায়। বালি ব্লকের বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে প্রায় ৩৫০ জন পড়ুয়া অংশগ্রহণ করে। শিক্ষকরা বেশি নম্বর পাওয়া যায় কীভাবে সে বিষয়ে পরামর্শ দেন।

রেকর্ড দর্শক বাংলার সংস্কৃতি ও প্রকৃতি উৎসবে

প্রতিবেদন : মেলায় ফুল ও গাছের প্রদর্শনী, রং-বেরঙের পাখি, প্রজাপতি। নাচ-গান এবং নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এসবের সাক্ষী হতে বহু মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন 'বাংলার সংস্কৃতি ও প্রকৃতি উৎসব ২০২৬'-এ। পাখির প্রদর্শনী উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। বিধাননগর পুরসভার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিজে পার্কে তিন ধরে চলল এই উৎসব। বরিবার ছিল শেষ দিন। এদিন দেখা গেল রেকর্ড ভিড়। উদ্যোক্তা ও বিধাননগর পুরসভার মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথে পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিয়ে এই উৎসবের আয়োজন। এছাড়াও বিধাননগরের মানুষ গাছপালা, পশুপাখি ভীষণ

ভালবাসেন। উৎসবের শেষদিন কনৌর, ককটেল, লাভবার্ডস ইত্যাদি বিদেশি পাখি দেখতে মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

19 January, 2026 • Monday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
১৯ জানুয়ারি ২০২৬
সোমবার

ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া। অপমানে আত্মঘাতী দিদি। মালদহের ঘটনা। মৃতের নাম প্রিয়াঙ্কা পাল। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে

কলকাতা হাইকোর্টে চালু হল মিট্টি ক্যাফে। বিশেষভাবে সক্ষম ও বিশেষভাবে চাহিদাসম্পন্নরা প্রশিক্ষণ নিয়ে চালাচ্ছেন ক্যাফে। রাষ্ট্রপতি ভবন ও সুপ্রিম কোর্টেও এই ক্যাফে রয়েছে। রবিবার হাইকোর্টের 'ই' গেটের ভিতরে এই ক্যাফের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী বিচারপতি সূর্য কান্ত। ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল-সহ অন্য বিচারপতিরা।

ব্যাঙ্কলুটে ধৃত ২

ব্যাঙ্কের শৌচালয় থেকে উদ্ধার হয় কোষাধ্যক্ষের দেহ। ফাঁসিদেওয়ার এই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। গত শুক্রবার বেসরকারি ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষ প্রহ্লাদ বসাকের দেহ উদ্ধার হয়। পরে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ দেখে হিসেবে প্রায় ১৪ লক্ষ টাকার গরমিল। তদন্তে নেমে ম্যানেজার প্রতাপ সরকার ও আরও এক কর্মী সমীর দেবনাথকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

তিন দোকানে চুরি

একই রাতে পরপর তিনটি দোকানে চুরি। নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত ফুলবাড়ি ২ নম্বর অঞ্চলের পুটিমারি ক্যানেল মোড়ের ঘটনা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। দুষ্কৃতীদের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি। ভিনরাজ্যের যোগ রয়েছে বলে সন্দেহ পুলিশের।

সার: হয়রানির প্রতিবাদ

এসআইআরের নামে কমিশনের হয়রানির প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে চলছে প্রতিবাদ। শনিবার রাতে প্রবল ঠান্ডা উপেক্ষা করে ইটাহারে তৃণমূলের এই প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হলেন অসংখ্য সাধারণ মানুষ। সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন। ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কার্তিক দাস, ইটাহার ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী পূজা দাস, উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদ কর্মাধ্যক্ষ সুন্দর কিস্কু প্রমুখ।

পাচারের আগে উদ্ধার

পাচারের আগেই উদ্ধার হল প্রচুর বিদেশি মদ। ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছে একজন। রবিবার শিলিগুড়ির ঘটনা। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে চালানো অভিযানে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ সিকিমে তৈরি বিভিন্ন ধরনের মদ। প্রতিটি কার্টনে ছিল ১২টি করে ৬৫০ মিলিলিটারের বোতল। উদ্ধার হওয়া বিয়ারের পরিমাণ প্রায় ১০৯.২ লিটার।

১৪ বাগান পেল চা-বন্ধুসাথী অ্যাম্বুল্যান্স

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে চা-বাগানগুলিতে পৌঁছেছে উন্নয়নের আলো। স্বাস্থ্য, শিক্ষা সব দিক থেকেই হয়েছে উন্নতি। চা-শ্রমিক সন্তানদের স্কুলবাসের পর এবার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি পেল অ্যাম্বুল্যান্স। সম্প্রতি আলিপুরদুয়ারে এসে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, চা-শ্রমিকদের উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য। চা-বাগানের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে শীঘ্রই দোয়া হবে আরও আম্বুল্যান্স। এই ঘোষণার পনেরো দিনের মধ্যেই রবিবার আলিপুরদুয়ার জেলায় ১৪টি চা-বাগানের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পেল অ্যাম্বুল্যান্স। যে প্রকল্পের নাম চা বন্ধু সাথী অ্যাম্বুল্যান্স। সবুজ পতাকা নাড়িয়ে, ফিতে কেটে এই অ্যাম্বুল্যান্সগুলির উদ্বোধন করেন সাংসদ প্রকাশচিক বরাইক। উল্লেখ্য, গত ৩ জানুয়ারি আলিপুরদুয়ারের মাঝের ডাবরি চা-বাগানে, জেলার চা-শ্রমিকদের সঙ্গে এক বিশেষ বার্তালাপ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। সেখানে র‍্যাম্পে হেঁটে হেঁটে চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে থাকা চা-শ্রমিকদের কাছ থেকে তাঁদের অসুবিধা, সমস্যার কথা শুনেছিলেন। মঞ্চের র‍্যাম্পে দাঁড়িয়েই সমাধান করে দিয়েছিলেন বেশ কিছু সমস্যার। বাকিগুলো দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিলেন। কুমারগ্রাম ব্লকের রহিমাবাদ চা-বাগানের চা-শ্রমিক রাজেশ ওরাওঁ অভিষেকের সামনে তুলে ধরেছিলেন চা-বাগানের স্বাস্থ্য সমস্যার কথা। গুরুতর অসুস্থ মানুষকে জেলা হাসপাতালে পৌঁছতে সরকারি অ্যাম্বুল্যান্স-এর অভাবের কথা, সেদিন অভিষেক কে জানিয়েছিলেন চা শ্রমিক রাজেশ ওরাও। সব শুনে অভিষেক কথা দিয়েছিলেন, ফিরে গিয়ে বিষয়টি নিয়ে উদ্যোগ নেবেন। তার ফিরে যাওয়ার ঠিক পনের দিনের মাথায় অ্যাম্বুলেন্স পেল জেলার চা বাগানের স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলো। এদিন নিউল্যান্ডস চা বাগানে ওই অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার উদ্বোধন করেন রাজ্য সভার সাংসদ তথা জেলা তৃণমূল সভাপতি প্রকাশ চিক বাড়াইক। রবিবার থেকেই পরিষেবা শুরু করে দিয়েছে ওই অ্যাম্বুলেন্স গুলো। এই বিষয়ে রাজ্য সভার সাংসদ প্রকাশ চিক বরাইক বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায়, আমাদের নেতা অভিষেক বন্দোপাধ্যায় মাত্র পনেরো দিন আগে চা-শ্রমিকদের কথা দিয়েছিলেন বিনামূল্যে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবার। সেই পরিষেবা আজকে থেকে জেলার চা-বাগানগুলোতে শুরু হয়ে গেল। চা শ্রমিকরা এতে অনেক উপকৃত হবেন।

অ্যাম্বুল্যান্সের উদ্বোধনে সাংসদ প্রকাশচিক বরাইক। স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে খুশি চা-শ্রমিকরা।

এসআইআরের নামে হয়রানি, প্রতিবাদে গর্জে উঠল তৃণমূল

বাংলা থেকে বিজেপিকে উপড়ে ফেলবে মানুষ : জয়া

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : উন্নয়ন নেই, বঞ্চনা। এখন আবার এসআইার হয়রানি। তিনবছরের কাজ তিনমিসে করতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে কেন্দ্রের ইশারায় নাজেহাল করছে কমিশন। এর জবাব সাধারণ মানুষি দেবে। বিধানসভা নির্বাচনে বাংলা থেকে বিজেপিকে উপড়ে ফেলবে মানুষ। রবিবার দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জে এসআইআরের প্রতিবাদ সভায় এভাবেই বিজেপিকে একহাত নিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের চেয়ারম্যান জয়া দত্ত। ছিলেন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র, বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডল, কুমারগঞ্জ ব্লকের তৃণমূল সভাপতি উজ্জ্বল বসাক, তৃণমূল নেতা গৌতম দাস প্রমুখ। এদিন কুমারগঞ্জের অশোকগ্রামের কাসিমবাজারে চলে এসআইআর সংক্রান্ত সমাবেশ। প্রতিবাদ সভায় জয়া দত্ত মূলত তুলে ধরেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শতাধিক উন্নয়ন ও পরিষেবামূলক একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন এসআইআর নিয়ে যে লাইন তৈরি করছে তার প্রতিবাদ করেন।

কুমারগঞ্জে প্রতিবাদ সভায় বিপ্লব মিত্র, জয়া দত্ত প্রমুখ।

মুখ্যমন্ত্রী ব্যস্ত উন্নয়নে মোদি মিথ্যাচারে: ঋতব্রত

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যস্ত উন্নয়ন কাজে। তাঁর উন্নয়নে ভোল বদলে গিয়েছে চা-বলয়ের। এদিকে, মোদি ব্যস্ত মিথ্যাচারে। মানুষ ঠকিয়ে ভোট নিয়ে শুধু বঞ্চনায় করে চলেছেন। এরই এসআইারের নামে হয়রানি। নাকাল হচ্ছেন নিরীহ চা-শ্রমিকরাও। মোদির মিথ্যাচার বুঝি গিয়েছেন তাঁরা। রবিবার আলিপুরদুয়ারে প্রতিবাদ সভা থেকে এভাবেই কেন্দ্রের বিজেপিকে একহাত নিলেন সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, রুগ্‌ণ চা-বাগান অধিগ্রহণ থেকে শুরু করে এক হাজার কোটি টাকার বিশেষ তহবিল যে শুধুমাত্র মোদির নির্বাচনী মিথ্যাচার ছিল, তা অনেক আগেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে উত্তরের চা শ্রমিকদের কাছে।

প্রতিবাদ সভায় বক্তা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

কন্যাশ্রীর দৌলতে মাধ্যমিকে বসছে বনবস্তির সুমিলা

কনক অধিকারী • জলপাইগুড়ি

জঙ্গল ঘেরা প্রত্যন্ত এলাকা। দুর্গম পথ পেরিয়ে বনবস্তি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে এই গরুমারা জঙ্গলঘেরা ওই এলাকাতেও পৌঁছল শিক্ষার আলো। ওই গ্রাম থেকেই প্রথম মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী হিসেবে নতুন ইতিহাস তৈরি করতে চলেছে সুমিলা ওরাওঁ। সুমিলা পানবাড়ি ভবানী হাই স্কুলের ছাত্রী। বাবা মঞ্চাল ওরাওঁ ও মা রূপালি ওরাওঁয়ের বড় মেয়ে সুমিলা। বাবা বর্তমানে কাজের উদ্দেশ্যে বাইরে রয়েছেন, মা কৃষিকাজ এবং চা-বাগানে কাজ করে। অভাব অনটন সত্ত্বেও চার মেয়েকে শিক্ষিত করে তুলতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ওরাওঁ পরিবার। রামশাই বুধুরাম বনবস্তি থেকে গরুমারা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে প্রায় প্রতিদিন সাত সকালে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সুমিলা। বাড়ি থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে পানবাড়ি ভবানী হাইস্কুলে যেতে হয় স্কুল এবং টিউশনে। জঙ্গলের রাস্তায় প্রায় প্রতিদিনই হাতি, গন্ডার বা বাইসন সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীরা থাকে।

মা ও বোনের সঙ্গে সুমিলা ওরাওঁ।

৮
১৯ জানুয়ারি ২০২৬
সোমবার

আমার বাংলা

19 January, 2026 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অভিষেক আসার পরই তৃণমূলের পালে জোরালো হাওয়া

নন্দীগ্রামে আমদাবাদ সমবায় ভোটে বিরোধীরা পেল শূন্য

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আসার পর থেকেই নন্দীগ্রামে বিজেপি-বিরোধী হাওয়া তীব্রতর হয়েছে। তাতেই সবুজ ঝড়ে সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে খাতাই খুলতে পারল না বিজেপি। দু'নম্বর ব্লকের আমদাবাদ কোঅপারেটিভ সোসাইটির নির্বাচনে ১২ আসনের ১২টিই তাদের দখলে। বিপরীতে বিজেপি ও বামেদের প্রাপ্তির ভাঁড়ার শূন্য। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, নন্দীগ্রামে সেবাশ্রয় শুরু হওয়ার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে এই সমবায় নির্বাচনে।

সমবায় জয়ের পর দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস।

রবিবার সকাল থেকে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ছিল টানটান উত্তেজনা। সকাল থেকে কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় ভোট হয়। বিকেলে ফলপ্রকাশ হতেই ১২ আসনের সবকটিই পেয়ে যান তৃণমূল প্রার্থীরা। তৃণমূলের বিপুল সাফল্যে গেরুয়া নেতাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ। এই সমবায় আগেও তৃণমূলের দখলে ছিল। আমদাবাদও বর্তমানে তৃণমূলের দখলে। মাসখানেক আগে এই সমবায়ের নির্বাচন ঘোষণা হতে শাসক এবং বিরোধী উভয় রাজনৈতিক দল মাঠে নেমে পড়ে। তৃণমূল, বিজেপি এবং সিপিএমের তরফ থেকে ১২টি আসনেই প্রার্থী দেওয়া হয়। যার মধ্যে একটি আসন মহিলা সংরক্ষিত এবং অপর দুটি তফসিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত ছিল। ৯০০ ভোটারের মধ্যে ভোট পড়েছে ৮৯%। জয়ের খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিপুল উল্লাসে মেতে ওঠেন তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক অরুণাভ ভুঁইয়া বলেন, সমবায় ভোটের ফলাফল জানান দিচ্ছে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে তৃণমূল জয়ের হাসি হাসতে চলেছে। বিজেপি ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাবে।

এসআইআর আতঙ্কে আত্মঘাতী চিত্তরঞ্জন রেলের প্রাক্তন কর্মী

নারায়ণচন্দ্র সেনগুপ্ত।

সংবাদদাতা, আসানসোল : নির্বাচন কমিশনের হুঁশ নেই। অথচ এমন একটা দিনও যাচ্ছে না, যেদিন কোথাও না কোথাও এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু হচ্ছে সাধারণ নাগরিকের। রবিবার সালানপুর ব্লকে এসআইআর-এর বলি হলেন ৭০ বছরের এক বৃদ্ধ। ওঁর এবং ওঁর ছোট মেয়ের খসড়া ভোটার তালিকায় নাম ছিল না। ডাক পেয়েছিলেন শুনানিতে। কিন্তু অ্যাডমিট কার্ড নেওয়া হচ্ছে না, পিএফ পেনশন বুকও যথাযথ নথি নয়, এইসব নানান গরমিলে পড়ে ভয়ঙ্কর আতঙ্কে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেই চাপ সহ্য করতে না পেরে ওই বৃদ্ধ নিজের বাড়িতেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন। ঘটনাটি ঘটে বেলা বারোটা নাগাদ হিন্দুস্তান কেবলস সংলগ্ন অরবিন্দ নগরের ৭ নম্বর রাস্তায়। চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানার প্রাক্তন কর্মী নারায়ণচন্দ্র সেনগুপ্ত (৭০) পরিবার নিয়ে এখানেই দীর্ঘকাল বসবাস করছেন। তিন মেয়ে এবং স্ত্রীকে নিয়ে সংসার। তিন মেয়েই বিবাহিতা। নারায়ণ জানতে পারেন তাঁর এবং তাঁর ছোট মেয়ের তালিকায় নাম নেই। প্রায়ই বন্ধুবান্ধবদের বলতেন এবং শেষ পর্যন্ত কী হবে তাই নিয়ে উদ্বেগে থাকতেন। সংশ্লিষ্ট বিএলও শান্তনু দাস শুনানির সময় সাহায্য করবেন এই আশ্বাসেও তাঁর সন্দেহ ছিল। আজ সকালে সেলুনে দাড়ি কেটে বাজার করেছেন। স্ত্রী এবং ছোট কন্যার হাতে বাজারের থলে দিয়ে উপরতলায় গিয়ে বিছানার চাদর দিয়ে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে পড়েন। ২০০২ ভোটার তালিকায় সংশ্লিষ্ট বুথে ১০০২ সিরিয়াল নম্বরে মেয়ের নামের পাশে পিতা হিসেবে ওঁর নাম রয়েছে। যদিও তালিকায় নারায়ণের নাম নেই। এই মৃত্যুর জন্য কমিশনই দায়ী, দাবি বাড়ির লোকের। ঘটনায় তাঁর অসুস্থ স্ত্রী বাকরহিত হয়ে পড়েছেন, শোকে পাথর কন্যা।

নাম বাদ গেলে দায়ী বিজেপিই

প্রতিবেদন : ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন নিয়ে উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। সাধারণ নাগরিকদের মৃত্যু তো একশো ছুঁতে চলেছে। পাশাপাশি বহু বিএলও-ও হয় অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, নয় মারা যাচ্ছেন। তাই কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দেগে গণইস্তফা দিয়েছেন বহু বিএলও। এই ঘটনায় পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি দেবু টুডু পরিষ্কার জানালেন, একজনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলেও বিজেপি নেতারা ছাড় পাবেন না। রবিবার বর্ধমান-১ ব্লকে তৃণমূলের সভায়। স্থানীয় ভিটা হাই স্কুল মাঠে। ছিলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, রাসবিহারী হালদার প্রমুখ।

ফর্ম জমা দিতে গিয়ে পুলিশের উপর হামলা, ধৃত ৪ বিজেপি নেতা

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমান সদর মহকুমা শাসকের (উত্তর) অফিসে শনিবার বিজেপির সংগঠিতভাবে ফর্ম জমা দিতে যাওয়াকে কেন্দ্র করে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের ওপর হামলা চালানোর অভিযোগে চারজনকে গ্রেফতার করল বর্ধমান থানার পুলিশ। ধৃতদের এদিন বর্ধমান আদালতে পেশ করা হলে সিজিএম চারজনের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেন। সোমবার ফের তাদের আদালতে পেশের নির্দেশ দেন বিচারক। পুলিশের দাবি, শনিবার বিজেপির একদল নেতা-কর্মী ফর্ম ৭ জমা দিতে যান মহকুমা শাসকের অফিসে। এই সময় বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা পুলিশের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় দুজন পুলিশ কর্মী আহত হন। যার মধ্যে একজন মহিলা পুলিশকর্মী রয়েছেন। তাঁদের বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের কাজে বাধা দেওয়া, মারধর, মহিলা পুলিশ কর্মীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা, জনতাকে উত্তেজিত করা প্রভৃতি ধারায় চার বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম নিতাই দেবনাথ, অজিত গুপ্ত ওরফে গুঞ্জন,অপূর্ব যশ এবং সবিনয় দে। এর মধ্যে অপূর্ব ২০০২ সালে বিজেপির পঞ্চায়েতের প্রার্থী ছিলেন।

ধৃত বিজেপি নেতাদের তোলা হচ্ছে আদালতে।

সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন পাকা রাস্তা বাড়ঝিকুরিয়ায়

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : রাস্তার বেহাল দশা, বর্ষায় চরম দুর্ভোগ। তাই রাস্তায় ধানগাছ লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। তাতেও কাজ না হওয়ায় সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে এক বছরের মাথায় ৬৪ লক্ষ টাকার ঢালাই রাস্তা পেল এলাকাবাসী। তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন কর্মাধ্যক্ষ, প্রধান, উপপ্রধানরা।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের ৩ নং সত্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাড়ঝিকুরিয়া গ্রামের ঘটনা। দীর্ঘ কয়েক বছর একটি দেড় কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশা। ২০০র বেশি পরিবারের বাস। বছরখানেক আগে বর্ষায় সময় রাস্তার দাবিতে ধানগাছ লাগিয়েও বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসী। সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে ফোনের দৌলতে সেই রাস্তা হচ্ছে।

৩ নং সত্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান চন্দন বেরা জানান, এই এলাকার মানুষের দীর্ঘ দিনের দাবি ছিল রাস্তার। আমি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করার পরামর্শ দিই। তারপর এই গ্রাম থেকে ১৪ জন ফোন করেন। অবশেষে এক বছরের মাথায় রাস্তা পেল এই গ্রামটি। স্বভাবতই তাঁরা খুশি। আমরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাই। এদিনের কর্মসূচিতে ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ শান্তি টুডু, অধ্যক্ষ সেলিমা খাতুন বিবি, সুস্মিতা দত্ত, মুনমুন সেন মন্ডল, নরেন্দ্রনাথ মুর্মু, চন্দন বেরা, হাসিরুদ্দিন খান প্রমুখ।

রাস্তার উদ্বোধনে শান্তি টুডু, সেলিমা খাতুন, সুস্মিতা দত্ত প্রমুখ।

জাতীয় স্কুল গেমসে ঝাড়গ্রামের ছাত্রীদের জয়জয়কার

দেবব্রত বাগ • ঝাড়গ্রাম

ফের সাফল্যের শিখরে বেঙ্গল আচারি অ্যাকাডেমি। ৬৯তম জাতীয় স্কুল গেমস ২০২৫–২৬-এ অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে বাংলার হয়ে রৌপ্যপদক জিতে নিল ঝাড়গ্রামের বেঙ্গল আচারি অ্যাকাডেমির ছাত্রীরা। ১৪ থেকে ১৮ জানুয়ারি মনিপুরের রাজধানী ইম্ফলে জাতীয় স্কুল গেমসে বিভিন্ন রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয়। অনূর্ধ্ব-১৯ দলগত বিভাগে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করে বেঙ্গল আচারি অ্যাকাডেমির তিন ছাত্রী এই সাফল্য অর্জন করে। অ্যাকাডেমি সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝাড়গ্রামের নেতাজি আদর্শ হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী ও অ্যাকাডেমির বর্তমান আবাসিক বিদিশা রাই ও পিউ রয় এবং অ্যাকাডেমির প্রাক্তন ছাত্রী, বর্তমানে কলকাতার একটি স্কুলে পড়ুয়া তুহিনা মণ্ডল—এই তিনজনের দলই বাংলার হয়ে দলগত কম্পাউন্ড রাউন্ডে রৌপ্য পদক জয় করেছে। অ্যাকাডেমির ডিরেক্টর সৌম মিত্র জানান, বাংলার হয়ে কম্পাউন্ড রাউন্ডে রৌপ্য পদক আসায় আমরা গর্বিত। এই দলে দুই বর্তমান ছাত্রী এবং এক প্রাক্তন ছাত্রী রয়েছে। তাঁদের এই সাফল্য অ্যাকাডেমির মুখ উজ্জ্বল করেছে। উল্লেখ্য, এর আগেও অ্যাকাডেমির ছাত্র জুয়েল সরকার একাধিক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে এশিয়াডে দলগত বিভাগে সোনা এবং ২০২৩-এ রৌপ্য পদক পায় জুয়েল।

অ্যাকাডেমির কৃতী ছাত্রীরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

19 January, 2026 • Monday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১৯ জানুয়ারি ২০২৬
সোমবার

কালনার হাটগাছায় মৃৎশিল্পী তাপস পালের তৈরি অভিনব এআই কিউট সরস্বতী

জেলায় জেলায় সার-হেনস্থার প্রতিবাদে সরব তৃণমূল সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রী

সাহস থাকলে ওদের কাজের রিপোর্ট দিক বিজেপি : পুলক

সংবাদদাতা, পটাশপুর : বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অত্যাচার, অবিচার ও বঞ্চনার অভিযোগ তুলে বিজেপি-বিরোধী জনমত গড়ে তোলার আহ্বান জানালেন মন্ত্রী পুলক রায়। রবিবার বিকেলে পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর ১ ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে সিংদা স্টেডিয়ামে আয়োজিত প্রতিবাদ সভা থেকে কেন্দ্র ও বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানান তিনি।

পটাশপুরে ভিড়ে ঠাসা প্রতিবাদ সভায় বক্তা মন্ত্রী পুলক রায়।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সভার মূল স্লোগান ছিল— যতই কর হামলা, আবার জিতবে বাংলা। সভায় মন্ত্রী পুলক রায়ের পাশাপাশি ছিলেন জেলা সভাধিপতি ও স্থানীয় বিধায়ক উত্তম বারিক, কাঁথি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি পীযূষকান্তি পণ্ডা-সহ দলের অন্য নেতারা। সভায় পুলক রায় বলেন, গত ১৫ বছরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য সরকার জনকল্যাণে যে কাজ করেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ 'উন্নয়নের পাঁচালি'র মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। আজ রাজ্যের প্রায় প্রতিটি পরিবার মা-মাটি-মানুষ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে। এর পাশাপাশি বিজেপিকে কটাক্ষ করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা ও দেশের সাধারণ মানুষের জন্য কী কাজ করেছে? সাহস থাকলে নির্বাচনের আগে নিজেদের কাজের রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করুক। মন্ত্রীর আরও দাবি, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর লাগাতার প্রচার সত্ত্বেও বাংলার মানুষ বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সেই পরাজয়ের আক্রোশ থেকেই কেন্দ্র রাজ্যের প্রাপ্য আর্থিক বরাদ্দ আটকে রেখে বাংলার প্রতি বঞ্চনা ও অবিচার চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। বিজেপির বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব সভা থেকে আবারও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করার আহ্বান জানান।

প্রকৃত সমস্যা আড়াল করতেই কেন্দ্রের বিভাজন নীতি : কীর্তি

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : রবিবার বিকেলে দুর্গাপুর ৫৪ ফুটের ক্ষুদিরাম মাঠে ভিড়ে ঠাসা জনসভা হল দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা তৃণমূলের ডাকে। এসআইআরের নামে চক্রান্ত করে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া এবং বাংলা ও বাংলার মনীষীদের অপমান করার প্রতিবাদে এই প্রতিবাদী সভায় মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ডাঃ শর্মিলা সরকার ও বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কীর্তি আজাদ এবং সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর নগর নিগমের চেয়ারপার্সেন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়,ভাইস চেয়ারম্যান ধর্মেন্দ্র যাদব, দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল, দুর্গাপুর ২ নং ব্লক সভাপতি উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়, জেলা তৃণমূল সহ সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায়, জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী অসীমা চক্রবর্তী-সহ দুর্গাপুরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর ও তৃণমূল কর্মী-সমর্থকে-রা। ভিড়ে ঠাসা জনসভার মঞ্চ থেকে ধর্ম ও অনুপ্রবেশ ইস্যুকে সামনে রেখে বিজেপি বিভাজনের রাজনীতি করছে বলে সোচ্চার হন সাংসদ কীর্তি আজাদ। তিনি বলেন, ব্লাড ব্যাঙ্কের রক্তের কোনও ধর্মীয় পরিচয় হয় না। হাসপাতালে শুধু রক্তের গ্রুপই দেখা হয়। মানবতার সম্পর্কই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সবচেয়ে বড় বন্ধন। কীর্তি আজাদের অভিযোগ, অনুপ্রবেশ ইস্যুকে সামনে এনে বিজেপি সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। তিনি দিল্লি ও জম্মু-কাশ্মীরের বিভিন্ন ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। সাংসদের দাবি, প্রকৃত সমস্যাগুলি আড়াল করতেই বিজেপি আর কেন্দ্রীয় সরকার বিভাজনের রাজনীতি করে চলেছে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে।

দুর্গাপুরের সভামঞ্চে সাংসদ কীর্তি আজাদ।

রবিবার কেশিয়াড়ি ব্লকের ৬ নং অঞ্চলে অবৈধ এসআইআরের প্রতিবাদে মিছিল এবং তৃণমূল সরকারের ১৫: বছরের উন্নয়নের পাঁচালি কর্মসূচি পালন করলেন এলাকার বিধায়ক পরেশ মুর্মু। উপস্থিত ছিলেন জেলা সহ সভাপতি ফটিকরঞ্জন পাহাড়ি, জেলা পরিষদ সদস্য পলি সাহা ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম শিট-সহ অন্যরা।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ

সংবাদদাতা, লাউদোহা : উখড়া মাধাইগঞ্জ রোডের সরপি মোড়ে রবিবার সাতসকালে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল পরিতোষ রুইদাস (২৫) নামে এক যুবকের। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাস্তা পারাপারের সময় উখড়ার দিক থেকে একটি ১৬ চাকার বড় লরি তাঁকে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পরিতোষের। ক্ষতিপূরণ ও যান নিয়ন্ত্রণের দাবিতে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে চলে রাস্তা অবরোধ। ঘটনাস্থলে অন্ডাল থানার উখড়া ফাঁড়ি ও দুর্গাপুর ফরিদপুর থানার পুলিশ যায়। আসেন সিআই পিন্টু মুখোপাধ্যায়, স্থানীয় বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, তৃণমূলের দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক সভাপতি শতদীপ ঘটক-সহ অন্যরা। দীর্ঘক্ষণ পরে তাঁদের মধ্যস্থতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় ।

মেলা থেকে ফেরার পথে ড্রেনে গাড়ি উল্টে আহত ৬

সংবাদদাতা, সবং : তুলসীচারার মেলা দেখে বাড়ি ফেরার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ল প্রাইভেট গাড়ি। ঘটনায় আহত হয়েছেন গাড়ির ৬ যাত্রীই। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং ব্লকের তেমাথানি-পটাশপুর রাজ্য সড়কের নীলা এলাকায়। সঙ্গে সঙ্গে সবং থানা ও ট্রাফিক বিভাগের পুলিশ এসে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। নয়ানজুলি থেকে গাড়িটিকে উদ্ধার করে। আহতদের বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়নগড় থানা এলাকার নারমা গ্রামে।

গ্যাস ট্যাঙ্কার লিক, আতঙ্ক

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : পানাগড় বায়ুসেনা ঘাঁটির কাছে ১৯ নং জাতীয় সড়কে রবিবার সকালে একটি গ্যাস ট্যাঙ্কার লিক হওয়ার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায়। জাতীয় সড়কের কলকাতাগামী লেন সাময়িক বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে ওই রুটে যান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল বাহিনী এবং সিএনজি গ্যাস সংস্থার টেকনিশিয়ানরা। দমকল বিভাগ সূত্রে খবর, চলন্ত অবস্থাতেই ট্যাঙ্কার থেকে গ্যাস বেরোতে শুরু করে। দ্রুত চারদিকে গ্যাস ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই।

১৫ বছরের বাংলার উন্নয়নের প্রচারে গ্রাউন্ড জিরোয় নামলেন বিধায়ক

সংবাদদাতা, ডেবরা : গত ১৫ বছর ধরে রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে তৃণমূল। এই ১৫ বছরে তৃণমূল সরকার রাজ্যের উন্নয়নে নজির গড়েছে। পাশাপাশি মানুষের জন্য চালু করেছে ৯৫টির মতো বিভিন্ন প্রকল্প। আর এভাবেই মানুষের দুয়ারে পৌঁছে গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। এবার সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তাই গ্রাউন্ড জিরোতে নামতে চলেছেন তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। শুরু হয়েছে প্রতিটি বুথে বুথে উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরার কাজ। তার সঙ্গে চলছে এলাকাবাসীর অভাব-অভিযোগ শুনে তার সমাধানের আন্তরিক প্রয়াস। যার নাম 'উন্নয়নের পাঁচালি'। শনিবার দিনভর এই কর্মসূচিই পালন করলেন ডেবরার বিধায়ক ডঃ হুমায়ুন কবীর। এদিন ডেবরা ব্লকের ১ নং ভবানীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক বুথে ঘুরে এই কর্মসূচির রূপায়ণে সচেষ্ট ছিলেন বিধায়ক। এসিন গোপীনাথপুরের একটি মন্দিরে পুজো দিয়ে একটি পাড়া বৈঠকে বসেন বিধায়ক। তারপর এক কর্মীর বাড়িতে বৈঠক করেন। পরে সবার সঙ্গে বসে সারেন মধ্যাহ্নভোজ। পাশাপাশি এলাকার মানুষজনের অভাব-অভিযোগও শোনেন তিনি। বিধায়কের সঙ্গে ছিলেন ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সীতেশ ধাড়া, আইএনটিটিইউসি-র ব্লক সভাপতি শেখ আলতাফ আলি, জেলা নেতা বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, কর্মাধ্যক্ষ মৌসুমী দাস, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জগন্নাথ মূলা-সহ অন্যরা। স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া মেলে সাধারণ মানুষেরও।

ডেবরা ব্লকের গ্রামে উন্নয়নের পাঁচালীর প্রচারে বিধায়ক ড. হুমায়ূন কবির-সহ অন্যরা।

গুসকরায় রটন্তী পুজো উপলক্ষে পূর্ব বর্ধমান তৃণমূল ও গুসকরা শহর টিএমসিপির উদ্যোগে জাগোবাংলার স্টলের উদ্বোধনে জেলা টিএমসিপি সভাপতি স্বরাজ ঘোষ-সহ অন্যরা।

১০
১৯ জানুয়ারি ২০২৬
সোমবার

আমার বাংলা

19 January, 2026 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাংলায় দখলরাজ কায়েম করার স্বপ্ন বিজেপির অধরাই রয়ে যাবে

জনসভায় চোখে পড়ার মতো উপস্থিতি মহিলাদের। ডানদিকে, মঞ্চে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও স্থানীয় নেতৃত্ব। রবিবার।

পূর্বস্থলীতে প্রতিবাদসভায় নরেন্দ্রনাথ

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বিজেপির বিরুদ্ধে 'বাংলায় দখলরাজ কায়েম করা'র অভিযোগ তুললেন তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। বললেন, 'নির্বাচন কমিশনকে দাসানুদাস বানিয়েছে বিজেপি। ২০২১-এর পর থেকে বাংলার উপর একের পর এক আক্রমণ চালাচ্ছে। তবে বিজেপির স্বপ্ন অধরাই থেকে এসআইআরের নামে হয়রানির প্রতিবাদে পূর্বস্থলী ২ নং ব্লকের তৃণমূলের প্রতিবাদসভায় এভাবেই বিজেপির বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ। সেইসঙ্গে সংসদ ভবনে বাংলার কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কীভাবে অপমান করছেন, সেই প্রসঙ্গ তুলে মোদিজির নিন্দায় মুখর হন। 'বন্দে মাতরম'-র স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'বঙ্কিমদা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'রবীন্দ্র সন্ধ্যা' বলে উল্লেখ করে বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতিকে অপমান করেছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বিজেপি বাংলা দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে বলে উল্লেখ করেন নরেন্দ্রনাথ। বলেন, 'বাংলা দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে বিজেপি। তার প্রমাণ এসআইআর। সাধারণ মানুষকে উত্যক্ত করা হচ্ছে। মানুষ দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন।' তাই এর বিরুদ্ধে রাজ্যবাসীকে জোট বাঁধার আহ্বান, রুখে দাঁড়ানো, প্রতিরোধ গড়ার ডাক দেন তিনি। বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি 'সাম্প্রদায়িকতাকে হাতিয়ার করে' বাংলার আবহাওয়া বিষাক্ত করতে চাইছে বলেও তিনি অভিযোগ তোলেন। পাশাপাশি তৃণমূলের আমলে রাজ্য জুড়ে সর্বক্ষেত্রে যে উন্নয়ন হয়েছে তার খতিয়ান তুলে ধরেন। এই সরকারের আমলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্পে গ্রাম ও শহর সমৃদ্ধ হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। সভায় ছিলেন পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভার বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূল ব্লক সভাপতি বদরুল আলম মণ্ডল প্রমুখ।

জলপাইগুড়িতে সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে ১৬ পরিবার। যোগদানকারীদের হাতে পতাকা দিচ্ছেন কৃষ্ণ দাস।

উন্নয়নের কথা কোথায়!

(প্রথম পাতার পর) শিল্প ফিরে আসবে সেই কচিকাঁচা শিক্ষানবিশ বিজেপির নেতাদের নরেন্দ্র মোদি উচিত শিক্ষা দিয়ে গেলেন। সিঙ্গুরের জমি ব্যক্তিগত জমি, এগুলি কৃষকদের জমি। কোনও কলকারখানা করতে গেলে জমি কিনে তারপর করতে হবে। এই বিষয়টা নরেন্দ্র মোদি জানেন বলে সুকৌশলে সিঙ্গুরের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন। তাঁর সাফ কথা, বাংলায় মানুষ এর আগেও বুঝেছে, সিঙ্গুরের মানুষ এর আগেও বুঝেছে এইসব রাজনৈতিক দল ফায়দার জন্য আসে। তারা মানুষের কথা ভাবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবেন।

প্রধানমন্ত্রী দাম্ভিক। কৃষকদের কোনওরকম সম্মতি ছাড়াই একরকম জোর করে তাঁদের জমিতে সভা করে গেলেন। ঠিক যেভাবে বাম সরকার জোর করে জমি নিয়ে শিল্প গড়ার চেষ্টা করেছিল। মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল তিনি রাজনৈতিক লক্ষ্যে ভোটের প্রচারে এসেছিলেন। নরেন্দ্র মোদি একবার কেনো একশোবার এলেও সিঙ্গুরের মানুষকে ভুল বোঝানো যাবে না। ওদের ডাবল ইঞ্জিন সরকারের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে।

মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, সুপ্রিম কোর্টে জমি দেওয়া নিয়ে মামলা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে জমি দেওয়া সম্পূর্ণ বেআইনি। ভারতবর্ষের পার্লামেন্টে ১৮ ৯৪ জমি অধিগ্রহণ আইন অনুসারে জমি ৮০ শতাংশ মানুষের অধিকার সুনিশ্চিত হয়েছে সিঙ্গুর আন্দোলনের ফলে। সেই দখলিকৃত জমি মালিকরা ফেরত পেয়েছেন, চাষ করছেন। কেউ যদি শিল্প করতে চায় সিঙ্গুরে এসে তাহলে জমির মালিক যদি আশি শতাংশ জমি দিতে রাজি থাকেন তাহলে বাকি ২০ শতাংশ জমি নিয়ে শিল্প করা যাবে। এ-বিষয়টি একমাত্র সম্ভব হয়েছে সিঙ্গুর আন্দোলনের ফলে।

এদিন, সিঙ্গুর থেকে যে ন্যানো কারখানা গুজরাতে চলে গিয়েছিল সেখানে সেই গাড়ির প্রোডাকশন কেন হল না সেটা সিঙ্গুরের মানুষ নরেন্দ্র মোদিকে প্রশ্ন করার জন্য তৈরি ছিল। ১০০ দিনের কাজের টাকা, গরিব মানুষের বাড়ি তৈরির টাকা কেন বন্ধ, রাস্তা তৈরির টাকা কেন বন্ধ, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন প্রকল্পের টাকা কেন বন্ধ তা জানতে চেয়েছিল মানুষ। কিন্তু সুকৌশলে সেগুলো এড়িয়ে গিয়ে তিনি রেলের কথা বললেন। কিন্তু দেখা গেছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি বাংলার যা উন্নয়ন করেছেন, তার এক শতাংশ উন্নয়নও মোদি করতে পারেননি। মোদি নিজের ভুল বুঝে এখন বাংলা মানুষের হৃদয়ে ঢোকার জন্য মনীষীদের শরণাপন্ন হচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘ বক্তব্য শুধুই আমিত্বে ভরা। উপস্থিত সকলেই অপেক্ষা করছিলেন সিঙ্গুরে শিল্প সংক্রান্ত কোনও কথা প্রধানমন্ত্রী বলুন। কার্যত সেটা হল না।

হাতি তাড়াতে গিয়ে মৃত হুলা পার্টির কর্মী

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : হাতির দলকে তাড়াতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক হুলা পার্টির সদস্যের। শনিবার রাতে, ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের বারডাঙা বিটের নিশিন্তায়। নাম অজিত মাহাতো (৪০)। বাড়ি বালিভাসায়। অজিত শঙ্করবনির হুলা টিমের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই হাতি তাড়ানোর কাজে যুক্ত ছিলেন। শনিবার সন্ধ্যায় নিশিন্তা জঙ্গলে থাকা ২০-২৫টি হাতির একটি দলকে নয়াগ্রামের দিকে তাড়ানোর কাজ শুরু হয়। সেই সময় একটি আক্রমণাত্মক হাতির সামনে পড়ে যান অজিত। হাতিটি তাঁকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে তুলে আছাড় মারলে তিনি গুরুতর আহত হন। তাঁর সঙ্গে থাকা হুলা পার্টির অন্য সদস্যরা কোনওমতে হাতিগুলিকে সেখান থেকে তাড়িয়ে অজিতকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায়নি। ঘটনার পর হাতির দলটি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি দল এখনও নিশিন্তায় রয়েছে। আর পাঁচটি হাতি বালিভাসা বিটের গোলবান্ধির জঙ্গলে। বন দফতর জানিয়েছে, হাতি যে জঙ্গলগুলিতে রয়েছে তার আশপাশের গ্রামের মানুষদের সচেতন করা হচ্ছে এবং সারাক্ষণ হাতির গতিবিধি নজরদারিতে রাখা হয়েছে। মৃতের পরিবারকে সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

কমিশনের ভুলে জেরবার মানুষ

এবার সভায় 'ভূত'কে সামনে এনে হাজির করলেন সাংসদ জগদীশ

সংবাদদাতা, কোচবিহার : সিতাই বিধানসভার ব্রহ্মোত্তর চাত্রা গ্রাম পঞ্চায়েতের এক জীবিত বয়স্ক মহিলাকে ভোটার তালিকায় মৃত দেখানোয় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তৃণমূল সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। রবিবার দুপুরে এই নিয়ে বক্তব্য পেশের সময় তিনি জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করেন এবং ঘটনাটিকে 'নির্বাচন কমিশনের ভূতের খেলা' আখ্যা দেন। ঘটনার কেন্দ্রে রয়েছেন ৬/২৯ নম্বর বুথের বাসিন্দা জোহরা বিবি। খসড়া ভোটার তালিকায় তাঁকে 'মৃত' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এদিকে জোহরা বিবি সম্পূর্ণ সুস্থ ও জীবিত। এদিন জগদীশ সরাসরি জোহরা বিবিকে পাশে রেখে সংবাদ মাধ্যমের সামনে ভাষণ দেন। জোহরা নিজেই অভিযোগ করেন, ''আমার ভোটার কার্ডটি আগেই হারিয়ে গিয়েছিল। আমি অন্য রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করি। কিন্তু আমি তো বেঁচে আছি, অথচ আমাকে ভোটার তালিকা থেকে মৃত দেখানো হচ্ছে।''

বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া।

এ ঘটনায় এখনও প্রশাসন বা নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, ভোটার তালিকায় জীবিত ব্যক্তিকে মৃত দেখানো বা মৃত ব্যক্তির নাম থাকার মতো ঘটনা আগেও বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে, যা নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। জগদীশ বলেন, নির্বাচন কমিশনের ভূতের খেলা চলছে। জীবিতদের মৃত দেখানো হচ্ছে। এ-ধরনের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

তাদের মুখে নৈতিকতা!

(প্রথম পাতার পর) ছাদে দাঁড়িয়েই মানুষের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন অভিষেক। শুরুতেই নাম ধরে ধরে নদিয়ার বিজেপি নেতাদের কুকীর্তি ফাঁস করে তিনি বলেন, এখানে আসার আগে খোঁজ নিচ্ছিলাম নদিয়ার বিজেপি নেতারা কে কী কাজ করেছেন। তেহট্ট পঞ্চায়েতের ছিটকা গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির প্রধান সুতপা টিকাদার। ড্রেন তৈরির নামে পঞ্চায়েতের টাকা আত্মসাৎ করেছেন। তেহট্টের নাটনা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি প্রধান সরস্বতী বিশ্বাস ১০০ দিনের টাকা নয়ছয় করেছেন। আবার কৃষ্ণনগর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায় নিজেই বলছেন, তাঁর নির্বাচন তহবিল নাকি বিজেপিরই সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস নয়ছয় করছেন!

বিজেপির 'দখলকৃত' পার্টি অফিস নিয়ে অভিষেকের সংযোজন, কৃষ্ণনগর শহরের রজনী মুখার্জি লেন। ২০১০ সাল থেকে একজনের বাড়ি জোরজবরদস্তি দখল করে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও দীনদয়াল উপাধ্যায় নামে পার্টি অফিস চালু করেছিল। বাড়ির মালিক গৌতম সরকার ২০১৮ সালে প্রয়াত হন। তাঁর স্ত্রী সুজাতাদেবী আদালতে উচ্ছেদের মামলা করেন। ২০২৫ সালে সেই মামলায় কোর্ট অবিলম্বে বিজেপিকে পার্টি অফিস খালি করার নির্দেশ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে হাইকোর্টে গিয়ে স্থগিতাদেশ নিয়ে সেই পার্টি অফিস চালু রাখে বিজেপি। যাদের পার্টি অফিসই অবৈধ, তাদের কাছে বাংলার মানুষকে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে?

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ঘন কুয়াশায় রাতে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ২৭ বছরের যুবরাজ মেহতা। কিছুই দেখা যাচ্ছিল না সামনে-পিছনে। আচমকাই রাস্তার ধারে ৭০ ফুট গভীর গর্তে পড়ে প্রাণ হারালেন যুবরাজ। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার গভীর রাতে নয়ডায় সেক্টর ১৫০ এলাকায়

বিজেপির শাসনে দেশের বিবেক আজ কাঠগড়ায়

ইম্ফল : বিজেপির অপশাসনে দেশের বিবেক আজ ঘুমিয়ে পড়েছে। নামেই বেটি বাঁচাও, মহিলারা নীরবে রক্ত ঝরাচ্ছে আর তিলে তিলে ঢলে পড়ছে মৃত্যুর কোলে। বিজেপি শাসিত মণিপুরে অপহরণ আর গণধর্ষণের শিকার হওয়া কুকি-জো তরুণীটি হার মেনেছেন জীবন-যুদ্ধে। এই মৃত্যুর দায় নিতে হবে মোদি-শাহদেরই। মণিপুরবাসীর রক্তের দাগ তাঁদের হাতে লেগে গিয়েছে। পুরো দেশ আজ জানতে চায়— আর কত মেয়ের বলি হলে এই নিষ্ঠুরতা থামবে?

বিজেপি রাজ্যে নির্যাতনের শিকার হয়ে শরীর আগেই ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা আর পচা-গলা বিচার ব্যবস্থার অবহেলার সঙ্গে লড়াই করে এতদিন জীবন প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু ২০ বছর তরুণীটি আর পারলেন না। অসম লড়াইয়ে হেরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন কুকি-কন্যা। পরিবারের কথায়, সেই ভয়াবহ রাতের পর তরুণীটি আর কখনও আগের মতো হাসেননি। শরীরের চোট হয়তো ধরা পড়ছিল, কিন্তু তাঁর আত্মা বয়ে বেড়াচ্ছিল বিশাল পাথরের নীরবতা। ক্ষমতার দাপট আর সরকারের চরম উদাসীনতায় বিজেপির আসল চেহারা প্রকট হয়ে গেল। এটাই কি বিজেপির আসল 'আইন-শৃঙ্খলা'? মণিপুর জ্বলেছে, প্রকাশ্য রাস্তায় মেয়েদের নগ্ন করে ঘোরানো হয়েছে, হাজার হাজার জীবন তছনছ হয়ে গিয়েছে। অথচ মোদি সরকার ন্যায়ের বদলে বেছে নিয়েছে লোকদেখানো প্রচার, কাজের বদলে ভাষণ, আর দায়িত্ব নেওয়ার বদলে নীরবতা।

তাই তো বিচার পেলেন না মণিপুরের নির্যাতিতা। ৩২ মাস পর মৃত্যুকেই বরণ করে নিতে হল তাঁকে। এই ৩২ মাসে একবারও তাঁর খোঁজ নেননি দেশের প্রধানমন্ত্রী। বিরোধীদের প্রবল চাপে নামকে-ওয়াস্তে একবার অশান্ত মণিপুরে পা রেখেছেন। কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার।

২০২৩ সালের ৪ মে ভয়ঙ্কর অত্যাচারের সাক্ষী ছিলেন মৃত তরুণী। তিনি ও তাঁর পরিবার ইম্ফলের নিউ চেকন কলোনির বাসিন্দা ছিলেন। সেখানে মেইতি গোষ্ঠীর হামলার জেরে তাঁর পরিবারের এক সদস্যকে তাঁদের সামনে খুন করা হয়। এক পুরুষ সদস্য, নির্যাতিতা ও তাঁর মাকে নগ্ন করে রাস্তায় ঘোরানো হয়। পরে দু'জনকেই গণধর্ষণ করা হয়। এখন পর্যন্ত কুকি, মেইতি-সহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের ২৬০ জনের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। কমিটি অন ট্রাইবাল ইউনিটি (কোটু) তরুণীর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করে জানিয়েছে, এটি শুধু একটি পরিবারের ক্ষতি নয়, প্রশাসনিক ব্যবস্থার নির্লজ্জ ব্যর্থতা।

ফের বেআব্রু গেরুয়া সরকারের অপদার্থতা

বিজেপির হরিয়ানায় চলন্ত গাড়িতে গণধর্ষণ তরুণীকে

চণ্ডীগড় : দিনকয়েক আগেই চাকরির খোঁজে যোগীরাজ্য থেকে বিজেপি শাসিত হরিয়ানায় চাকরি খুঁজতে গিয়ে গণধর্ষিতা হয়েছিলেন এক তরুণী। কয়েকদিন যেতে না যেতেই আবার গেরুয়া হরিয়ানায় গণধর্ষণের শিকার হলেন আর এক তরুণী। বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার নাম করে তাঁকে গাড়িতে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করল ৩ যুবক। ন্যক্কারজনক ঘটনাটির সাক্ষী সোনিপত। গত বুধবার ঘটনাটি ঘটলেও প্রকাশ্যে এসেছে পরে।

কী হয়েছিল সেদিন? প্রাথমিক তদন্ত বলছে, অফিস থেকে বেরিয়ে আইটিআই চকে রাস্তার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন ওই তরুণী। গ্রামে নিজের বাড়িতে ফিরবেন বলে। ঠিক সেই সময়ই একটি গাড়ি এসে দাঁড়ায় তাঁর গা ঘেঁষে। নেমে আসে ৩ যুবক। নিজেদের ওই তরুণীর গ্রামের বাসিন্দা বলে পরিচয় দিয়ে তাঁকে লিফট দিতে চায় তারা। সরল বিশ্বাসে ওই গাড়িতে উঠে পড়েন ওই তরুণী। কিন্তু

কয়েক মুহূর্তেই বেরিয়ে পড়ে যুবকদের আসল রূপ, আসল উদ্দেশ্য। তারা জোর করে মদ্যপান করায় মেয়েটিকে। তিনি অচেতন হয়ে পড়লে চলন্ত গাড়িতেই ৩ যুবক একে একে ধর্ষণ করে তাঁকে। অবিন্যস্ত অবস্থাতেই বাড়ির সামনে নির্যাতিতাকে ফেলে রেখে চম্পট দেয় ৪ ধর্ষক। জ্ঞান ফিরলে পরিবারের লোকেদের সবকিছু খুলে বলেন নির্যাতিতা। সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ দায়ের করা হয় পুলিশে। প্রথমদিকে বেশ গাছাড়া ভাব দেখালেও শেষপর্যন্ত ঘটনাটি লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ায় এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয় পুলিশ। বাকি দু'জন এখনও ফেরার।

বিমানের টিস্যুপেপারে হুমকি বার্তা

লখনউ : বাথরুমের টিস্যুপেপারে বিমান উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি। রবিবার সকালে বোমাতঙ্ক ছড়াল দিল্লি থেকে বাগডোগরাগামী ইন্ডিগোর একটি উড়ানে। বিমানের বাথরুমে টিস্যু পেপারে লেখা হুমকি বার্তা মেলার পরই সতর্কতা জারি করা হয়। কোনও ঝুঁকি না নিয়ে মাঝপথে লখনউ বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করানো হয় ওই ফ্লাইটটি। বিমানে থাকা ২৩৮ জন যাত্রী ও ক্রু— সবাই সম্পূর্ণ নিরাপদে আছেন, জানানো হয়েছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের তরফে। ইন্ডিগোর ওই উড়ানটি দিল্লি থেকে বাগডোগরার দিকে যাচ্ছিল। সকাল সাড়ে আটটার পর এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের কাছে খবর আসে যে, বিমানের ভিতরে বোমা রাখা হয়েছে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে। এরপরই গন্তব্য বদলে লক্ষ্ণৌয়ে নামানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সকাল ৯টা ১৭ মিনিট নাগাদ নিরাপদে অবতরণ করে বিমানটি। লক্ষ্ণৌ বিমানবন্দরে নামার পর ফ্লাইটটিকে আইসোলেশন বে-তে সরিয়ে নেওয়া হয়। দ্রুত নামিয়ে আনা হয় যাত্রীদের। পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে নিরাপত্তা বাহিনী।

লিভ-ইন পার্টনারকে খুন

পোড়া দেহাংশ ড্রামে ভরে পাচার

ঝাঁসি : যত কাণ্ড যোগীরাজ্যে। ৩২ বছরের লিভ-ইন পার্টনারকে খুন করে দেহ টুকরো করে ঘরের মধ্যেই পুড়িয়ে দিল অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। নীল ড্রামে ভরে দেহাংশ লোপাট করতে গিয়েই বেরিয়ে এল হাড়হিম করা ঘটনা। ঝাঁসির সিপ্রি বাজার এলাকার ঘটনা। ৬২ বছর বয়সের অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী রাম সিং লিভ-ইন পার্টনার ৩২ বছরের প্রীতির সঙ্গে থাকত সিপ্রি এলাকার লাহার গ্রামে। তার বিবাহিত স্ত্রী থাকেন রেলওয়ে কলোনিতে। হাড়হিম করা ঘটনাটি ঘটে শনিবার রাত ১১টা নাগাদ। প্রীতিকে নৃশংসভাবে খুন করে দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে পুড়িয়ে নীল ড্রামে ভরে অটোতে তুলতেই সন্দেহ হয় চালকের। মিনার্ভা স্কোয়ারে পৌঁছতেই ড্রাম ফেলেই ছুটতে শুরু করে রাম। তাড়া করেন অটোচালক। পুলিশে খবর দেন।

মধ্যপ্রদেশ

ড্রাম খুলে চক্ষু চড়কগাছ পুলিশের। এখনও অধরা খুনি রাম সিং। খুনের কারণ খুঁজতে শুরু হয়েছে তদন্ত।

কিশতোয়ারে সেনা-জঙ্গি গুলির লড়াই, জখম ৭ জওয়ান

শ্রীনগর: জম্মু-কাশ্মীরের কিশতোয়ার জেলায় দুর্গম পাহাড়-জঙ্গলে সেনাবাহিনীর সঙ্গে তুমুল গুলির লড়াই শুরু হয়েছে জঙ্গিদের। গুরুতর জখম হয়েছেন ৩ সেনা আধিকারিক। সব মিলিয়ে জখমের সংখ্যা অন্তত ৭। জইশ-ই-মহম্মদের ২-৩ জন জঙ্গি জঙ্গলে লুকিয়ে আছে বলে খবর আসে সেনাবাহিনীর কাছে। তারপরেই রবিবার এলাকা ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান শুরু করে সেনা এবং পুলিশ। জঙ্গিরা গুলি চালালে পাল্টা গুলি চালান জওয়ানরা। জখম হন ৩ জন অফিসার। কাটিহারের জঙ্গল ঘিরে ফেলে সেনার হোয়াইট নাইট কর্পস। জঙ্গিরা গ্রেনেড ছুঁড়তে শুরু করে। অপারেশনে নেমেছে সিআরপিএফও।

ঋণের বোঝায় নাভিশ্বাস বিজেপির লাডলি বহেন প্রকল্পের

সুদেষ্ণা ঘোষাল • নয়াদিল্লি

বিহার, মহারাষ্ট্রের পর বন্ধ হচ্ছে মধ্যপ্রদেশেও?

ঋণের বোঝায় বিপর্যস্ত বিজেপি। ভোটের মুখে রাজনৈতিক ফায়দা লুঠতে গিয়ে মধ্যপ্রদেশে দিশাহারা গেরুয়া সরকার। মহিলাদের 'লাডলি বহেন' প্রকল্পে ভাতা দিতে গিয়ে হিমশিম অবস্থা সরকারের। এই প্রকল্প টেনে নিয়ে যেতে ঋণের বোঝা যে ঘুম কেড়ে নিয়েছে বিজেপি সরকারের তা স্বীকার করেছেন পদস্থ আধিকারিকরা। অনেকটা যেন বিহারের মতোই দশা। এর আগে বিহারে বিজেপি-নীতীশ জোট সরকার এমনই এক মহিলা প্রকল্পে ভর করে ভোটে জেতার দু'মাসের মধ্যে বন্ধ করে দিয়েছে মহিলা ভাতা প্রকল্প। একইভাবে মহিলা সংক্রান্ত প্রকল্প খাতে ব্যয় করতে ল্যাজেগোবরে অবস্থা হয়েছে মহারাষ্ট্রে ফড়নবিশ সরকারেরও। প্রশ্ন উঠেছে, এবারে কি একই পথে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকার? স্বভাবতই বিজেপি শাসিত একের পর এক রাজ্যে প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিরোধী দলের তরফে উঠছে জোরালো প্রশ্ন।

লক্ষণীয়, মহিলাদের জন্য সমাজকল্যাণ প্রকল্পের পথ দেখিয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। তাঁর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প নারী ক্ষমতায়নের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। অনুকরণীয় মডেল। এরই অনুকরণ করে মহিলাদের সমর্থন পেতে চেষ্টা করেছিল বিভিন্ন রাজ্যের বিজেপিও। কিন্তু সরকারে বসে প্রকল্পের খরচ টানতেই বিজেপি শাসিত একাধিক রাজ্যে মুখ থুবড়ে পড়েছে।

শুক্রবার মধ্যপ্রদেশে এক সরকারি অনুষ্ঠানে 'লাডলি বহেন' প্রকল্প কীভাবে আর্থিক সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে তা অকপটে জানিয়েছেন আমলারা।

উল্লেখ্য, প্রকল্প বন্ধ হওয়ার আগে আর্থিক টানাটানির দেখা গিয়েছিল বিহার ও মহারাষ্ট্রে। এদিকে মধ্যপ্রদেশ সরকার প্রথমে মাসিক ১০০ টাকা দিয়ে যোজনা শুরু করলেও গত বছর দীপাবলির সময়ে তা বাড়িয়ে ১৫০০ টাকা করা হয়। এরপরেও সরকারি কোষাগারের কথা বিবেচনা না করেই ভাতার পরিমাণ বাড়িয়ে ৩০০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় বিজেপি। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে আগামী দিনে কেউ যাতে নতুন করে আবেদন না করতে পারে সেইজন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সরকারি পোর্টাল। গত দু' থেকে তিন বছরে কমেছে মহিলা উপভোক্তার প্রথমে 'লাডলি বহেন' প্রকল্পের উপভোক্তা ছিল ১ কোটি ২৯ লক্ষ পরে কমে চলতি বছরে উপভোক্তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ২৫ লক্ষ। গত তিরিশ মাসে যোজনা থেকে বাদ পড়ছেন ৫ লাখ ৭০ হাজার। তার মধ্যে দেড় লাখ ষাটের গন্ডি পেরিয়েছেন।

এই 'লাডলি বহেন' প্রকল্পেই ভরসা করে সরকার গড়েছিল বিজেপি। এরপর থেকে সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী 'লাডলি বাহেন' প্রকল্পের গ্রাফ ক্রমশই নিম্নমুখী। স্বভাবতই বিশেষজ্ঞ মহলের প্রশ্ন, তাহলে কি বিজেপি মহিলাদের এই প্রকল্প তাদের শাসিত অন্যান্য রাজ্যের মতো বন্ধ করে দেবে শেষপর্যন্ত? কোনও সদুত্তর নেই বিজেপি সরকারের।

দেশ বিদেশ

19 January, 2026 • Monday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে যৌথবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হল শীর্ষ মাওবাদী নেতা দিলীপ-সহ মোট ২ জনের। এই নিয়ে গত দু'দিনে গুলির লড়াইতে খতম হল ৬ মাওবাদী জঙ্গি

সংখ্যালঘু নিধন অব্যাহত বাংলাদেশে

পিটিয়ে খুন হোটেল মালিককে

ঢাকা : সংখ্যালঘু হত্যা অব্যাহত ইউনুসের বাংলাদেশে। এবারে তাণ্ডবের শিকার হলেন এক হোটেল মালিক। পিটিয়ে খুন করা হল তাঁকে। ঘটনাটি ঘটেছে গাজীপুরের কালীগঞ্জে বরাহনগরে। শনিবার সকালে। বচসা থামাতে গিয়ে আক্রান্ত হন লিটনচন্দ্র ঘোষ ওরফে কালী নামে ৫৫ বছর বয়সের ওই হোটেল মালিক। একটি মিষ্টির দোকানেরও মালিক তিনি। কয়েকজন দুস্কৃতী তাঁর উপরে চড়াও হয়ে প্রথমে কিল-চড়-ঘুসি মারে। তারপর বেলচা দিয়ে আঘাত করে তাঁর মাথায়া। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় লিটনের। একদিনের মধ্যেই বাংলাদেশে এই নিয়ে দ্বিতীয় সংখ্যালঘু নিধন। লক্ষণীয়, শুক্রবার ভোরেই বাংলাদেশের রাজবাড়ি সদর উপজেলায় গোয়ালন্দ

মোড়ে রিপন সাহা নামে এক পেট্রল পাম্প কর্মীকে গাড়ি চালিয়ে পিষে মারে দুষ্কৃতীরা।

শনিবারের হোটেল মালিককে খুনের ঘটনাটি দিনের আলোয় ঘটলেও প্রশাসন অবশ্য বিষয়টাকে খুবই হাল্কাভাবে দেখানোর চেষ্টা করছে। প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশ জানিয়েছে, নিছকে একটি কলাকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোলের সূত্রপাত। স্বপন মিয়া নামে এক কলা ব্যবসায়ীর বাগান থেকে কিছু কলা চুরি হয়েছিল। সেই কলা নাকি দেখা গিয়েছিল লিটনের হোটেলে। স্বপন স্ত্রী এবং ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে হোটেলে গিয়ে এক কর্মীর সঙ্গে তর্কাতর্কি জুড়ে দেয়। মালিক লিটন তা থামাতে গিয়ে আক্রান্ত হন। বেলচা দিয়ে স্বপনরা তাঁর মাথায় আঘাত করামাত্রই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন লিটন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। অভিযুক্ত স্বপন, স্ত্রী মাজেদা এবং তাদের ছেলে মাসুমকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

করাচির শপিং মলে ভয়াবহ আগুন, হত ৮

ইসলামাবাদ : ভয়াবহ আগুন করাচির শপিং মলে। ঝলসে মৃত্যু হল অন্তত ৮ জনের। গুরুতর জখম হয়েছেন অন্তত ২০ জন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। শনিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ আগুন লাগলেও রবিবার সকাল পর্যন্ত মাত্র ৩০ শতাংশ আগুন আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। করাচির মহম্মদ জিন্না রোড অঞ্চলে আচমকা এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় বিস্তীর্ণ এলাকা। বন্দরনগরীর বহু দূর থেকেই চোখে পড়ছিল ধোঁয়া। প্রাণ বাঁচাতে অনেক বাসিন্দাও শীতের রাতে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান। তবে দিনের বেলায় আগুন লাগলে বহু মানুষের মৃত্যু হত বলে আশঙ্কা। আগুন লাগার কারণ খুঁজে বের করতে চেষ্টা চালছে দমকল এবং পুলিশ।

স্থানীয়দের দাবি, যখন আগুন লাগে তখন অনেক দোকানদারই দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। কেউ কেউ সবে বন্ধ করছেন। গৃহসজ্জা এবং গৃহস্থলীর সরঞ্জাম থেকে শুরু করে পোশাক, খেলনা এবং ইলেক্ট্রনিক্স সরঞ্জামের দোকানগুলো দ্রুত চলে যায় আগুনের গ্রাসে। তবে সংবাদমাধ্যম বলছে, দমকল দেরিতে পৌঁছানোর কারণেই দ্রুত আয়ত্তের বাইরে চলে যায় আগুন। ভয়াবহ আকার নেয়।

গ্রিনল্যান্ড দখলের বাসনায় ট্রাম্পের শুল্ক-অস্ত্র

উচিত জবাব দেবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

ওয়াশিংটন : গ্রিনল্যান্ড কিনে নেওয়ার পথে কাঁটা বিছিয়ে দেওয়ায় ডেনমার্ক, ফ্রান্স, ব্রিটেন-সহ একাধিক ইউরোপিয়ান দেশের উপরে দারুন চটেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ১০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে 'উচিত শিক্ষা' দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন তিনি। ট্রাম্পের সদর্প ঘোষণা, ইউরোপের ৮ দেশের উপর ১০ শতাংশ শুল্ক চাপাচ্ছেন তিনি। এই আট দেশ হল - ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে, নেদারল্যান্ড, ফিনল্যান্ড। ১ ফেব্রুয়ারি থেকে এই শুল্ক লাগু হবে। কিন্তু স্বশাসিত দ্বীপ গ্রিনল্যান্ড দখল করার সাধ কীভাবে পূরণ হওয়া সম্ভব? এর বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে এই দেশগুলো। দখলদারি নিয়ে মার্কিন আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে অবশেষে এক জোট হয়েছিল ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলি। আর তাতেই ট্রাম্পের শুল্কের হুমকি। এরপরই ফের একবার প্রশ্নের মুখে গ্রিনল্যান্ডের স্বাধীনতা। শুল্কের ভয়ে ইউরোপের বৃহৎ দেশগুলি কি গ্রিনল্যান্ডের পাশ থেকে সরে দাঁড়াবে, সেই প্রশ্ন উঠতেই ফের সরব ফ্রান্স। ট্রাম্পের এই ধরনের হুমকির পরে এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ দাবি করেন, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যৌথভাবে শুল্কের হুমকির জবাব দেবে।

গ্রিনল্যান্ডের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার রক্ষায় ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাহায্য দাবি করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ফ্রেডেরিক নিয়েলসেন। ডেনমার্ক নিজেদের অধিকার নিয়েই গ্রিনল্যান্ডের পাশে দাঁড়িয়েছিল। তবে নিজের দেশের নিরাপত্তা ও প্রতিবেশী হিসাব রাশিয়া ও চিনকে চান না বলে গ্রিনল্যান্ড অধিগ্রহণই করে নিতে চেয়েছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই পরিস্থিতিতে আমেরিকার সঙ্গে যাওয়ার প্রস্তাব উড়িয়ে দিয়ে ডেনমার্ককে বেছে নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নিয়েলসেন। এরপরই গ্রিনল্যান্ডকে হুঁশিয়ারি দিতে শুরু করেন ট্রাম্প। শনিবার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার, ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ গ্রিনল্যান্ডের রক্ষার্থে ডেনমার্কের পাশে দাঁড়ানো ও সবরকম সহযোগিতার বার্তা দেন। ইউরোপের শক্তিধর দেশগুলির এই প্রতিক্রিয়ায় চুপ করে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প থাকবেন না তা প্রত্যাশিতই ছিল। গ্রিনল্যান্ড নিয়ে মার্কিন বিরোধিতা সম্পর্কে সতর্ক করে আগেই শুল্কের আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি। সেই আশঙ্কাকে সত্যি করে ডোনল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেন ইউরোপের ৮ দেশের উপর ১০ শতাংশ শুল্ক চাপাচ্ছেন তিনি। আমেরিকার গ্রিনল্যান্ড দখলের প্রতিবাদ যারা করেছে, তাঁদের উপরই শুল্ক চাপানো হচ্ছে। স্পষ্ট জানিয়ে দেন ট্রাম্প। সেই সঙ্গে এই হুমকি যে তাঁর ফাঁকা আওয়াজ নয়, তা বোঝাতে আরও জানান, এই দেশগুলির উপর ১ জুন থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক চাপানো হবে। আর এই শুল্ক ততদিন পর্যন্ত লাগু থাকবে, যতদিন না গ্রিনল্যান্ড সম্পূর্ণভাবে কিনে নিতে সফল হচ্ছে আমেরিকা।

তবে শনিবারই বিবৃতি দিয়ে ম্যাক্রোঁ জানিয়ে দেন, শুল্ক নিয়ে চাপ দেওয়া কোনও নৈতিক কাজ নয়। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যৌথভাবে এর উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। একই সঙ্গে ন্যাটো-র সহযোগী দেশ হিসাবে গ্রিনল্যান্ডে মার্কিন আগ্রাসনের বিরোধিতায় সরব কানাডার প্রধানমন্ত্রী।

বলছে ঝুট, করছে লুঠ

তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে ডাঃ শশী পাঁজা পার্থ ভৌমিক,।

(প্রথম পাতার পর) খাদ্যশস্য মজুত করতে কেন্দ্র জুটব্যাগের বদলে প্রায় ৯.২২ লক্ষ প্লাস্টিক ব্যাগের অর্ডার দিয়েছে। সাংসদ পার্থ ভৌমিক বলেন, মোদির সবটাই ভাষণ, নো রেশন! উনি বলছেন, বাংলা ভাষাকে নাকি স্বীকৃতি দেবেন। উনি হয়তো জানেন না। ওঁর দলেরই অমিত মালব্য বলেছিলেন, বাংলা বলে নাকি কোনও ভাষাই নেই! বাংলার গরিমাকে বাড়ানোর কথা বলছেন। অথচ সংসদে দাঁড়িয়ে নিজেই বঙ্কিমচন্দ্রকে বলছেন 'বঙ্কিমদা'! ওঁরা শুধু ভাষণ দিতে আসে, মানুষের কাজ করতে না!

সিঙ্গুরে কেন মোদির থেকে কোনও বার্তা পাওয়া গেল না, তা স্পষ্ট করে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের দাবি, সিঙ্গুরে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে সিঙ্গুর নিয়ে একটি শব্দও নেই। কারণ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলন শিল্পের বিরুদ্ধে ছিল না। আন্দোলন ছিল কৃষিজমি রক্ষার অধিকার নিয়ে। আন্দোলন ছিল কৃষিজীবী খেতমজুরের বাঁচার লড়াই। জোর করে কৃষিজমি দখল করে মানুষের সর্বনাশ হতে পারে না! সিঙ্গুরে প্রতিশ্রুতিহীন মোদিকে পাল্টা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের তথ্য তুলে কুণাল বলেন, সিঙ্গুরে বিপুল কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে। ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজন বিরাট ওয়্যারহাউস করছে। দুর্গোৎসবের ইউনেস্কো স্বীকৃতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মিথ্যাচার ফাঁস করে কুণালের কটাক্ষ, বাম সরকার পুজো-অর্চনার ত্রিসীমানায় যেত না। দুর্গাপুজো ও তার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা— সব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার করেছে। ইউনেস্কো স্বীকৃতিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব। কয়েকটা ট্রেন চালু করে নরেন্দ্র মোদি যে ভাষণ দিয়েছেন, তাকে পাল্টা ধুয়ে দিয়ে কুণাল বলেন, ক'টা রেল করেছেন? তিনটে-চারটে? বাংলায় 'রেলবিপ্লব' করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর প্রধানমন্ত্রী শুধুই মিথ্যার জমিদারি করেছেন!

বাংলার বাড়ির টাকা

(প্রথম পাতার পর)

মানুষকে কষ্ট দিতে চেয়েছিল রাস্তার টাকা বন্ধ করে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই কৃষ্ণনগরে নিজে এসে পথশ্রী-রাস্তাশ্রী প্রকল্পের চতুর্থ অধ্যায়ের কথা ঘোষণা করেছেন। যেখানে ৮ হাজার কোটি টাকায় বাংলা জুড়ে আরও ২০ হাজার কিলোমিটার রাস্তা হবে। বিজেপি আবাসের টাকা আটকে রেখেছে। এই বাংলায় আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ২০ লক্ষ মানুষকে মাথার উপর ছাদের ব্যবস্থা করে দেবে। আবাসের টাকা সরাসরি মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকবে। সরাসরি নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করে অভিষেক বলেন, ২০১৪ সালে ব্রিগেডে এসে বলেছিলেন বাংলার মানুষকে লাড্ডু দেবেন। আর রসগোল্লা দিয়েছেন। তাই বাংলার মানুষ আপনার দিল্লির গদি চূর্ণবিচূর্ণ করে আপনার ঔদ্ধত্য-অহঙ্কার ভাঙবে!

গতকাল মালদহে বাংলাকে পাল্টানোর কথা বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নদিয়া থেকে পাল্টা বিজেপিকেই পরিবর্তনের ডাক দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নমো'র উদ্দেশে অভিষেকের হুঁশিয়ারি, পাল্টানো দরকার অবশ্যই। কিন্তু পরিবর্তন হবে আপনাদের। বাংলারকে আপনারা শাস্তি দিয়ে পাল্টাতে চাইছেন। বঞ্চনা করে, ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে পাল্টাতে চাইছেন। কিন্তু বাংলার মানুষ পালটাবে না। পাল্টাবেন আপনারা। যারা 'জয় শ্রীরাম' বলে সভা শুরু করতেন, সেই নেতারা এখন বাংলায় এসে 'জয় মা কালী' আর 'জয় মা দুর্গা' বলে সভা শুরু করেন। এটাই বাংলার মাহাত্ম্য! অভিষেকের আরও সংযোজন, বিজেপির বিরুদ্ধে সারা ভারতে একমাত্র লড়ছে বাংলা। দেশের সব রাজনৈতিক দল বিজেপির কাছে হারে। আর বিজেপি বাংলার মানুষ আর তৃণমূলের কাছে হারে। এটাই তফাত!

ফের খুন হলেন বাংলার শ্রমিক

(প্রথম পাতার পর) রেললাইনের ধারে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয় পরিবারের তরফে। খবর পেয়েই নিহত শ্রমিকের বাড়িতে যান তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়। বিজেপি রাজ্যে একের পর বাংলার শ্রমিকের খুনের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। বলেন, অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা। এই পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনাকে ধিক্কার জানাই।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

১৬-১৮ জানুয়ারি আন্দুল মহিয়াড়ি কুণ্ডু চৌধুরি ইনস্টিটিউশন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল কথাসরিৎ আয়োজিত আবৃত্তি উৎসব। অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট কবি ও আবৃত্তিশিল্পীরা

খোলা হাওয়া

ক্লাসিক্যাল মিউজিক কনফারেন্স

» ১৬-১৮ জানুয়ারি, রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণ একতারা মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠিত হল ক্লাসিক্যাল মিউজিক কনফারেন্স ২০২৬। আয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি। তিনদিনের এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন পণ্ডিত সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, উস্তাদ আমান আলি বঙ্গাশ, কবীর সুমন, পণ্ডিত তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, পণ্ডিত বিশ্বমোহন ভাট, পণ্ডিত শুভেন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ দেশের বিশিষ্ট কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীরা।

ট্রেলার লঞ্চ

» গা ছমছমে আলো-আঁধারি পরিবেশ। তার মাঝে ভূত, পেত্নি, শাঁকচুন্নি। সঙ্গে ভূতের রাজাও। পাশেই গঙ্গা। নদী থেকে বয়ে আসছে কনকনে বাতাস। মাথার উপরে কালো কালো বাদুড়। বাদুড় দেখলেই মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। সেই বাদুড় আর ভূতেদের জমজমাট আসর বসেছিল ১৬ জানুয়ারি, ফ্লোটেলের রুফটপে। উপলক্ষ ছিল ভূতের ছবি 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল'-এর ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠান। শুরু থেকে শেষ, সব দায়িত্বই ছিল ভূতেদের কাঁধেই। সেখানে ভূতেরা কখনও ভয় দেখিয়ে 'ধপ্পা' বলে চমকে দিচ্ছে, কখনও নাচছে, কখনও গাইছে। 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল' উইন্ডোজের ২৫ বছরের বর্ষপূর্তিতে প্রথম ছবি। এই প্রথম হরর কমেডি ঘরানার ছবি প্রযোজনা করছেন নন্দিতা রায় এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ভূতের দল ছাড়াও ছিলেন অভিনেতা সোহম মজুমদার। এরপর একে একে এলেন পরিচালক অরিত্র মুখোপাধ্যায়, কাহিনিকার এবং অন্যতম চিত্রনাট্যকার জিনিয়া সেন, বনি চক্রবর্তী, স্বস্তিকা দত্ত, সোহম মজুমদার, কাঞ্চন মল্লিক, শ্রুতি দাস, মিমি চক্রবর্তী প্রমুখ। এদিন পরিচালক অরিত্র মুখোপাধ্যায় বললেন, ''ট্রেলারটা আমার কাছে হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষার রেজাল্টের মতো। ফাইনালের প্রস্তুতি নিচ্ছি। প্রথমবার ভূতের গল্প নিয়ে কাজ করলাম। এই ছবিটার মাধ্যমে আমরা শুধু মানুষকে ভয়ই পাওয়াতে চাই না, কিছুক্ষণ হাসাতেও চাই। সব মিলিয়ে আমি বেশ আশাবাদী।'' ছবির অন্যতম গান 'চল দেখা হোক চাঁদনি রাতে'র সঙ্গে তাল মেলালেন প্রায় সবাই। গাইলেন ছবির অন্যতম সঙ্গীতশিল্পী অর্ণব দত্ত, শ্রেষ্ঠা দাস এবং সপ্তক ভট্টাচার্য। শেষে ট্রেলার লঞ্চ। তাতে দেখা গেল গা ছমছমে বাড়ি। কিছু মানুষ এবং সঙ্গে কিছু ভূত। সবমিলিয়ে জমজমাট। ২৩ জানুয়ারি মুক্তি পাবে ছবিটি।

নৃত্য সমারোহ

» ১০ জানুয়ারি কলকাতার রবীন্দ্রসদনে একটু উষ্ণতার পরশ দিয়ে গেল সাউথ কলকাতা নৃত্যাঙ্গন। আনুমানিক ২০০ ছাত্রীকে নিয়ে পরিবেশিত হয় সংস্থার ১৯তম বার্ষিক নৃত্যানুষ্ঠান। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নৃত্যগুরু থাঙ্কমণি কুট্টি, অধ্যাপক টি. শংকরনারায়ানাণ, মলি রায়, ঊর্মিলা ভৌমিক, সোমনাথ কুট্টি প্রমুখ। সঞ্চালনায় ছিলেন শ্রীতমা গুপ্ত। সংস্থার কর্ণধার ঝিনুক মুখার্জি সিনহার পরিকল্পনা ও পরিচালনায় পরিবেশিত হয় গণেশ বন্দনা গাজানানায়ুতম, কৃষ্ণ ভজন, ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে তদিয়ামঙ্গলম, ভো শম্ভু, শিব পঞ্চাক্ষর স্তোত্রম ইত্যাদি নৃত্য।

বাংলা গানের দেশ কাল

» ক্যালকাটা ক্লাব লিমিটেড ও বাংলা ওয়ার্ল্ডওয়াইডের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হল 'সঙ্গীত মনন' পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা। ৯ জানুয়ারি, ক্যালকাটা ক্লাবে বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন বাংলা ওয়ার্ল্ডওয়াইড-এর সভাপতি, বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়। এরপর 'বাংলা গানের দেশ কাল' নিয়ে একটি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক পার্থ ঘোষ, ডাঃ ইমতিয়াজ আহমেদ এবং স্বপন সোম।

একশোয় দু-শো

» ৯ জানুয়ারি, কলকাতার জ্ঞান মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল পেখম প্রযোজিত এক মনোজ্ঞ বাচনিক শিল্প নির্ভর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা 'একশোয় দু-শো'। দুটি শ্রুতিনাটক ও একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানে সুসজ্জিত ছিমছাম এই আয়োজনে প্রথমে ছিল নাট্যকার অঞ্জন বাগচি রচিত টানটান উত্তেজনায় পরিপূর্ণ শ্রুতিনাটক 'ব্যবচ্ছেদ'। চন্দন মজুমদারের নির্দেশনায় অসামান্য কণ্ঠ অভিনয়ের মুনশিয়ানায় পেশাদার উপস্থাপনা করেন প্রদীপকুমার ভট্টাচার্য, সোমা আইচ ও পরিচালক স্বয়ং। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রলয়রুদ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল সুকুমার রায়ের সৃষ্টি অবলম্বনে লেখা শ্রুতিনাটক 'বোম্বাগড়ের রাজা'। প্রশান্ত বসুর নির্দেশনায় কণ্ঠ অভিনয়ে ছিলেন অলক রায় ঘটক, মতিলাল সেন, প্রদীপকুমার ভট্টাচার্য, সোমা আইচ, অমিতাভ রায় চৌধুরি, হীরালাল শীল, গুরুদাস দাস, স্বর্ণাভ রায়, সুতীর্থ বেদজ্ঞ, রুবাই মাইতি, দেবযানী রায় চৌধুরি, প্রশান্ত বসু প্রমুখ। সামগ্রিক অনুষ্ঠানের আবহ সৃষ্টি করেছিলেন রাজা বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষে বরিষ্ঠ নাট্যকার চঞ্চল ভট্টাচার্যকে সংস্থার পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

ক্যালেন্ডার প্রকাশ

» গত ১৮ বছর ধরে মানবতাবাদী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টির প্রচার ও প্রসারে নিরলসভাবে কাজ করছে ছায়ানট (কলকাতা)। বছরব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম একটি উদ্যোগ— ইংরেজি নববর্ষে নজরুল সম্পর্কিত তথ্য সম্বলিত ক্যালেন্ডার প্রকাশ। ২০২৬ সালে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৫০তম জন্মবর্ষে সংস্থার বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য, মূল্যবান ক্যালেন্ডার 'শরৎচন্দ্র ও নজরুল'। মূল ভাবনা ও তথ্য-সংগ্রহে সোমঋতা মল্লিক। সৃজনে তুফান চ্যাটার্জি। বিশেষ সহযোগিতায় পীতম ভট্টাচার্য।

সিজনে সম্বন্ধ

» ১০ এবং ১১ জানুয়ারি জিডি বিড়লা সভাঘরে অনুষ্ঠিত হল সম্বন্ধ-এর নতুন সিজন। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও নৃত্যের উদযাপনে দুই দিনের উৎসবে শিল্পীরা পণ্ডিত রবিশঙ্করকে স্মরণ করেন। উদ্যোগে প্রেরণা সেন্টার ফর পারফর্মিং আর্টস। আয়োজন সম্পর্কে নৃত্যশিল্পী এবং নৃত্য নির্দেশক লুনা পোদ্দার বলেন, আমাদের এই উৎসব ভারতীয় ঐতিহ্যকে মেনে চলার পাশাপাশি নতুনত্ব ও অভিনবত্বের সঙ্গে মিশে গেছে।

পায়ে পায়ে ৫০

»১৭ এপ্রিল কলকাতার অ্যাক্রোপলিসের সিনেপলিসে উদযাপিত হল 'হাঁটি হাঁটি পা পা'-র ছবির ৫০ দিন। ছিলেন চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, অঞ্জনা বসু, সন্দীপ ভট্টাচার্য, সায়ন ঘোষ, ছবির পরিচালক অর্ণব মিদ্যা প্রমুখ। ছবিতে বাবার চরিত্রে অভিনয় করেছেন চিরঞ্জিত চক্রবর্তী এবং মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন রুক্মিণী মৈত্র।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

» ১১ জানুয়ারি ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত হল ফিনিক্স ডান্স অ্যাকাডেমির অষ্টম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ভরতনাট্যম, রবীন্দ্র নৃত্য, আধুনিক, সমসাময়িক নানান নৃত্য আঙ্গিকে সাজানো হয়েছিল এই অনুষ্ঠান। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রহ্মানন্দ মহারাজ, জয়দীপ পালিত। শুরুতেই ছিল শিব কীর্তন, তারপর পরিবেশিত হয় বিনায়ক কাভাতুভাম নৃত্য। অর্ধনারীশ্বর পরিবেশনায় ছিলেন অরুণাভ বর্মন। এরপর নৃত্যাচার্য উদয়শঙ্করের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়, 'প্রথম আদি তব শক্তি' নৃত্য উপস্থাপনার মাধ্যমে। ছিল সৃজনশীল ও লোকনৃত্যের উপস্থাপনা। অন্যতম আকর্ষণ 'আকালে বোধিয়ামি' নৃত্যনাট্য। এটা একটা সংস্কৃত শব্দ, বাংলায় যার অর্থ হল অকাল বোধন। এই বিষয়কে আশ্রয় করেই নির্মিত এই নৃত্য প্রযোজনাটি। সংস্থার প্রাণপুরুষ অরুণাভ বর্মন বলেন, আজকের এই বিপুল কর্মযজ্ঞে বিশিষ্ট মানুষদের পাশে পেয়েছি। এই গুণিজনেরা আমার পরিচালিত নৃত্যনাট্যের ভুয়সী প্রসংশা করেছেন, এটাই পরম প্রাপ্তি আমার কাছে।

মাঠে ময়দানে
19 January, 2026 • Monday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এবারের রঞ্জি ট্রফির বাকি ম্যাচে যশস্বী জয়সওয়ালকে পাবে না মুম্বই

ভিসা মঞ্জুর

● **নয়াদিল্লি:** আইসিসি-র হস্তক্ষেপে দ্রুত টি-২০ বিশ্বকাপের দলে থাকা ইংল্যান্ডের পাক বংশোদ্ভূত খেলোয়াড়দের ভিসা মঞ্জুর করল ভারত। এর ফলে বিশ্বকাপে খেলার জন্য পাক বংশোদ্ভূত ক্রিকেটারদের ভিসা নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল, তা কাটতে শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, জটিলতা কাটিয়ে ভিসা পেয়ে গিয়েছেন ইংল্যান্ডের স্পিনার আদিল রশিদ ও রেহান আহমেদ। পেসার সাকিব মাহমুদও ভিসা হাতে পেয়েছেন। এই তিনজনই ইংল্যান্ডের টি-২০ বিশ্বকাপ দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এছাড়াও নেদারল্যান্ডস দলের কয়েকজন পাক বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার এবং কানাডা দলের সাপোর্ট স্টাফ সালিম জাফরও ভারতে আসার ভিসা পেয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। মোট ৪২ জন পাক বংশোদ্ভূত খেলোয়াড় ও কর্মকর্তা তালিকায় রয়েছেন।

জয়ী নাইজেরিয়া

● **রাবাত :** আফ্রিকা কাপ অফ নেশনসের তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে মিশরকে টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে হারাল নাইজেরিয়া। নির্ধারিত এবং অতিরিক্ত সময়ে ম্যাচের ফল ছিল গোলশূন্য। তবে বিরতির আগে নাইজেরিয়ার একটি গোল ফাউলের জন্য বাতিল হয়। ফলে খেলা গড়ায় পেনাল্টি শুটআউটে। সেখানে নাইজেরিয়ার গোলকিপার স্ট্যানলি নওয়াবালি দক্ষতার তুঙ্গে উঠে মহম্মদ সালাহ ও ওমর মারমুশের পেনাল্টি রুখে দেন। ফলে টুর্নামেন্ট থেকে থালি হাতেই ফিরতে হচ্ছে সালাহদের।

প্রজ্ঞানন্দর হার

● **নয়াদিল্লি :** নেদারল্যান্ডসে আয়োজিত টাটা স্টিল মাস্টার্স দাবায় জয় পেলেন শীর্ষ বাছাই অর্জুন এরিগাইসি। টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডে তিনি হারিয়েছেন আরেক ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দকে। অন্যদিকে, বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডি গুকেশ হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ড্র করেছেন উজবেকিস্তানের গ্র্যান্ডমাস্টার জাভোখির সিন্দারভের সঙ্গে। এদিকে, জার্মান গ্র্যান্ডমাস্টার ভিনসেন্ট কেইমার দুরন্ত চালে কিস্তিমাতকরেছেন ডাচ দাবাড়ু অনিশ গিরিকে। জয় পেয়েছেন মার্কিন গ্র্যান্ডমাস্টার হ্যান্স মোকে নিম্যানও। তিনি হারিয়েছেন স্লোভেনিয়ার দাবাড়ু ভ্লাদিমির ফেডোসিভকে। ফলে প্রথম রাউন্ডের পর অর্জুন ও ভিনসেন্টের সঙ্গে যুগ্মভাবে শীর্ষে রয়েছেন নিম্যানও।

ভেনাসের বিদায়, গরমে অসুস্থ বল গার্ল

অনায়াসে দ্বিতীয় রাউন্ডে আলকারেজ-সাবালেঙ্কা

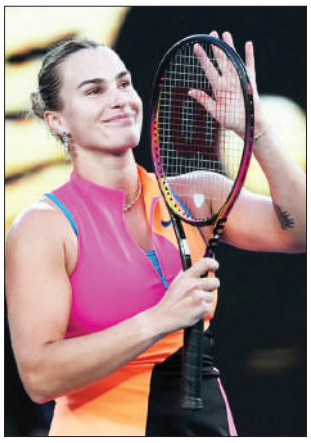

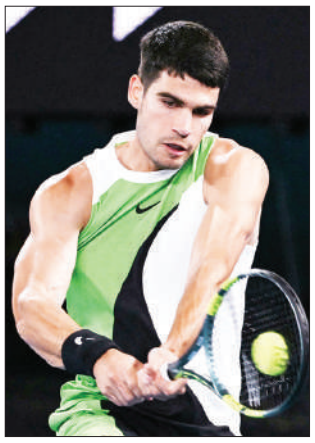

জয়ের পর সাবালেঙ্কা। ব্যাকহ্যান্ড মারছেন আলকারেজ। রবিবার।

মেলবোর্ন, ১৮ জানুয়ারি : প্রত্যাশামতোই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন দুই শীর্ষ বাছাই কার্লোস আলকারেজ ও আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। রবিবার আলকারেজের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম ওয়ালটন। ৬-৩, ৭-৬(৭/২), ৬-২ স্ট্রেট সেটে ম্যাচ পকেটে পুরে নেন আলকারেজ। একমাত্র দ্বিতীয় সেটে স্প্যানিশ তারকাকে কিছুটা লড়তে হয়েছে।

অন্যদিকে, মেয়েদের শীর্ষ বাছাই সাবালেঙ্কা প্রথম রাউন্ডে প্রতিপক্ষ হিসাবে পেয়েছিলেন ফ্রান্সের তিয়ানতোসা রাকোতোমাঙ্গাকে। ৬-৪, ৬-১ স্ট্রেট সেটে তিয়ানতোসাকে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন খেতাবের অন্যতম দাবিদার। তবে প্রথম সেটে সাবালেঙ্কাকে কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছিলেন ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বী।

নজর ছিল ভেনাস উইলিয়ামসের দিকেও। তবে শুরুতেই ছিটকে গিয়েছেন সাতবারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন মার্কিন তারকা। সার্বিয়ার ওলগা দানিলোভিচের বিরুদ্ধে তিন সেটের লড়াইয়ের পর, ৭-৬(৭/৫), ৩-৬, ৪-৬ ফলে হেরে যান ভেনাস। ৪৫ বছর বয়সী ভেনাস পাঁচ বছর পর ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি নিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ফিরেছিলেন। এদিন কোর্টে নামার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি টুর্নামেন্টের সবথেকে বেশি বয়সী মহিলা খেলোয়াড়ের রেকর্ড গড়েছেন। জয় পেয়েছেন ব্রিটেনের এমা রাদুরানু। তিনি থাইল্যান্ডের মনঞ্চয়া সাওয়াংকাউকে ৬-৪, ৬-১ সেটে হারিয়েছেন। জয় পেয়েছেন ছেলেদের তৃতীয় বাছাই তথা গতবারের ফাইনালিস্ট আলেকজান্ডার জেরেভও। কানাডার গ্যাব্রিয়েল দিয়ালোকে মারাথন চার সেটের লড়াইয়ের পর, ৬-৭(১/৭), ৬-১, ৬-৪, ৬-২ ব্যবধানে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন জেরেভ।

এদিকে, অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথম দিনেই বিপত্তি। গরমে অসুস্থ হয়ে পড়ল এক বল গার্ল! মেয়েদের সিঙ্গলসে একাদশ বাছাই একতেরিনা আলেক্সান্দ্রোভা ও তুরস্কের জেনেপ সনমেজের ম্যাচ চলাকালীন গরমে মাথা ঘুরে কোর্টেই লুটিয়ে পড়ে এক বল গার্ল। ওই সময় কোর্টের তাপমাত্রা ছিল ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ছুটে যান সনমেজ। বল গার্লকে উঠতে সাহায্য করেন এবং চেয়ারে নিয়ে গিয়ে বসান। অন্যদিকে, কোর্টের ফ্রিজ থেকে বরফ এনে দেন আলেক্সান্দ্রোভা। কিছুক্ষণের মধ্যেই মেডিক্যাল টিম এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। মিনিট সাতেক বন্ধ থাকার পর ম্যাচ ফের শুরু হলে সনমেজ ৭-৫, ৪-৬, ৬-৪ সেটে আলেক্সান্দ্রোভাকে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠেন।

বছরের প্রথম জয়, উচ্ছ্বসিত রোনাল্ডো

রিয়াধ, ১৮ জানুয়ারি : টানা চার ম্যাচ পর সৌদি লিগে জয়ের মুখ দেখল আল নাসের। ঘরের মাঠে আল শাবাবকে ৩-২ গোলে হারিয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোরা। নতুন বছরে যা আল নাসেরের প্রথম জয়। নিজে গোল না পেলেও, দীর্ঘদিন পর তিন পয়েন্ট পেয়ে উচ্ছ্বসিত রোনাল্ডো। ম্যাচের পর তাঁর বার্তা— 'এই দলটার জন্য গর্বিত। যেটা করার দরকার ছিল, আমরা সেটাই করে দেখিয়েছি। সমর্থনের জন্য সমর্থকদের ধন্যবাদ। এভাবেই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

রোনাল্ডোদের জয়ের উৎসব।

টানা ১০ ম্যাচ জিতে সৌদি লিগের শুরুটা করেছিলেন রোনাল্ডোরা। কিন্তু পরের চার ম্যাচের তিনটেতেই হেরে যান। একটি ড্র হয়। ফলে খেতাব দৌড় থেকে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছিল আল নাসের। এদিনের জয়ের পর, ১৫ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন রোনাল্ডোরা। ১৪ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আল হিলাল।

ম্যাচের দু'মিনিটেই প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডার সাদ ইয়াসলামের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে গিয়েছিল আল নাসের। রোনাল্ডোর পা থেকে বল বিপদমুক্ত করতে গিয়ে নিজেদের জালেই জড়িয়ে বসেন সাদ। ৮ মিনিটে কিংসলে কোমানের অসাধারণ ব্যাকভলিতে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিল আল নাসের। কিন্তু ৩১ মিনিটে আত্মঘাতী গোল করে বসেন আল নাসেরের মোহাম্মদ সিমাকান। ৫৩ মিনিটে ২-২ করে দিয়েছিলেন আল শাল শাবাবের কার্লোস। যদিও ৭৬ মিনিটে পরিবর্ত ফুটবলার আবদেলরহমান ঘারিবের গোলে তিন পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়েন রোনাল্ডোরা।

পয়েন্ট নষ্ট করেও শীর্ষে আর্সেনাল

লন্ডন, ১৮ জানুয়ারি : প্রিমিয়ার লিগে টানা দ্বিতীয় ম্যাচ ড্র করল আর্সেনাল। গত সপ্তাহে লিভারপুলের সঙ্গে ড্রয়ের পর, এবার নটিংহ্যাম ফরেস্টের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করল মিকেল আর্তেতার দল। তবে এর পরেও ২২ ম্যাচে ৫০ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার এক নম্বর জায়গা দখলে রেখেছে আর্সেনাল।

ম্যাচের বিতর্কিত সেই মুহূর্ত।

বিপক্ষের মাঠে প্রথমার্ধে এলোমেলো ফুটবল উপহার দিয়েছেন আর্সেনালের ফুটবলাররা। মরিয়া আর্তেতা বিরতির পর মাঠে নামিয়ে দেন বুকায়ো সাকা, লিয়েন্দ্রো ট্রসার্ড ও গ্যাব্রিয়েল জেসুসকে। এতে আর্সেনালের আক্রমণের তীব্রতা বেড়েছিল। যদিও নটিংহ্যাম ফরেস্টের গোলকিপার ম্যাটজ সেলসের দক্ষতায় গোলের মুখ খুলতে পারেননি জেসুসরা। একবার তো সাকার জোরালো হেড গোলে ঢোকার মুখে দক্ষতার তুঙ্গে উঠে বাঁচিয়ে দেন ফরেস্ট গোলকিপার। আরেকবার ডেকলান রাইসের জোরালো শটও রুখে দেন। আরও একবার বক্সের মধ্যে ফরেস্টের ডিফেন্ডার ওলা আইনার হাতে বল লাগলেও, আর্সেনালের পেনাল্টির আবেদনে সাড়া দেননি রেফারি।

প্রিমিয়ার লিগের অন্য একটি ম্যাচে লিভারপুল ১-১ ড্র করেছে বার্নলের বিরুদ্ধে। ঘরের মাঠে ৪২ মিনিটে লিভারপুলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন ফ্লোরিয়ান উইর্টজ। কিন্তু ৬৫ মিনিটে মার্কাস এডওয়ার্ডের গোলে ১-১ করে ফেলে বার্নলে। ২২ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে উঠে এল লিভারপুল।

অলিম্পিকে এবার ক্রিকেটার বোল্ট

কিংস্টন, ১৮ জানুয়ারি : ২০১৬ সালে শেষবার অলিম্পিকে দেখা গিয়েছিল উসেইন বোল্টকে। কিংবদন্তি স্প্রিন্টারের ঝুলিতে রয়েছে আট-আটটি অলিম্পিক সোনা। ১০০ এবং ২০০ মিটারে তাঁর বিশ্বরেকর্ড আজও ভাঙতে পারেনি কেউ। বিশ্বের দ্রুততম মানব অবসর ভেঙে দেশ জামাইকার হয়ে আরও একটা অলিম্পিক খেলতে চান। তবে এবার ক্রিকেটারের ভূমিকায়!

২০১৭ সালে অ্যাথলেটিক্স থেকে অবসর নিয়েছেন বোল্ট। তার পর ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের জার্সিতে প্রীতি ফুটবল ম্যাচও খেলতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। জার্মান ক্লাব বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের হয়ে কিছুদিন প্র্যাকটিসও করেছিলেন। বোল্ট জানিয়েছেন, ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকে ক্রিকেট থাকছে। জামাইকার হয়ে অলিম্পিক ক্রিকেট খেলার সুযোগ পেলে আমি কিন্তু তৈরি। পেশাদার অ্যাথলেটিক্স থেকে অনেকদিন আগেই অবসর নিয়েছি। অনেক দিন ক্রিকেট খেলা হয়নি। সুযোগ পেলে অবশ্যই খেলব। প্রসঙ্গত, বোল্টের ক্রিকেটপ্রেম নতুন কিছু নয়। ছোটবেলায় তিনি জোরে বোলিং করতেন। প্রাক্তন পাক ফাস্ট বোলার ওয়াকার ইউনিসের ভক্ত ছিলেন।

ইতালির নেতা হকি প্লেয়ার

● **রোম:** প্রথমবার ক্রিকেটের বিশ্বকাপ খেলতে চলেছে ফুটবলের দেশ ইতালি। ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হতে চলা আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য ১৫ জনের ইতালি দল ঘোষণা করেছে সে দেশের ক্রিকেট বোর্ড। দলের অধিনায়ক করা হয়েছে প্রাক্তন হকি খেলোয়াড় ওয়েন ম্যাডসেনকে। তাঁর জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকায়। ২০০৬ হকি বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকা দলে ছিলেন ম্যাডসেন। দেশটির জাতীয় হকি দলের হয়ে ৩৯টি ম্যাচ খেলেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অলরাউন্ডার ট্রেভর স্মাটস রয়েছেন দলে। রয়েছেন দুই জোড়া ভাই মানেন্টি ও মোসকা ব্রাদার্স। ইডেনে বিশ্বকাপে অভিষেক হবে ইতালির।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

19 January, 2026 • Monday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৯ জানুয়ারি ২০২৬
সোমবার

তুরস্কে এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি ম্যাচে এফসি মেটালিস্টের কাছে ০-২ গোলে হার ভারতের

টি-২০তে শ্রেয়সকে তিনে চান ইরফান

ইন্দোর, ১৮ জানুয়ারি: টি-২০ বিশ্বকাপের দলে তাঁর জায়গা হয়নি। তবে তিলক ভার্মার চোট শ্রেয়স আইয়ারের সামনে দরজা খুলে দিয়েছে বিশ্বকাপের আগে নিজেকে প্রমাণ করার। বিশ্বকাপের দলটাই খেলবে কিউয়ি সিরিজে। শ্রেয়সের সঙ্গে লেগ স্পিনার রবি বিষ্ণোইও নিজেকে তৈরি রাখার সুযোগ পাচ্ছেন ওয়াশিংটন সুন্দরও চোটের কারণে নিউজিল্যান্ড সিরিজ থেকে ছিটকে যাওয়ায়। দু'বছর পর ভারতীয় টি-২০ দলে ফিরেছেন শ্রেয়স। তাঁর ব্যাটিং পজিশন কী হবে, তা নিয়ে চর্চা চলছে। টি-২০ বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন ভারতীয় অলরাউন্ডার ইরফান পাঠান মনে করেন, তিন নম্বরে ব্যাট করা উচিত শ্রেয়সের।

রবিন উথাপ্পার ইউটিউব চ্যানেলে ইরফান বলেছেন, নিঃসন্দেহে তিন নম্বরই শ্রেয়সের জন্য আদর্শ ব্যাটিং পজিশন। স্পিন খেলার ক্ষমতা ওর খুব ভাল। বড় শট খেলতে পারে। গত আইপিএলে সবাই দেখেছে, শ্রেয়স ফাস্ট বোলারদের কী অসাধারণ খেলেছিল। ও প্রথম এগারোয় থাকলে কিন্তু পারফর্ম করবে। শ্রেয়স ফর্মে রয়েছে। সাদা বলের ক্রিকেটে শ্রেয়স ব্যর্থ খুব কমই হয়। তিলক দলে থাকলেও শ্রেয়সকে দলে জায়গা করে দেওয়া উচিত। কারণ, সে এমন একজন খেলোয়াড় যাকে দলের প্রয়োজন হবে।

অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের ব্যাটে রান নেই। তবে সূর্যকে চারেই চান ইরফান এবং উথাপ্পা। প্রায় একই সুরে দুই প্রাক্তনী বললেন, সূর্য রানের মধ্যে না থাকায় আত্মবিশ্বাসে হয়তো প্রভাব ফেলছে। এটা খুব স্বাভাবিক। তবে তার চারেই ব্যাট করা উচিত। পাওয়ার প্লে-র বাইরে সূর্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর হবে।

সেঞ্চুরির পর অথর্ব, রবিবার।

অথর্বের দাপটে চ্যাম্পিয়ন বিদর্ভ

বেঙ্গালুরু: প্রথমবার বিজয় হাজারে ট্রফি চ্যাম্পিয়ন বিদর্ভ। রবিবার বেঙ্গালুরুতে ফাইনালে সৌরাষ্ট্রকে ৩৮ রানে হারাল তারা। ফাইনালে বিদর্ভের জয়ের নায়ক অথর্ব টাইডে। ওপেন করতে নেমে ১১৮ বলে ১২৮ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেন তিনি। তাঁর ব্যাটে ভর করেই ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ৩১৭ রান করে বিদর্ভ। টুর্নামেন্টে ধারাবাহিকভাবে রান করা আর এক ওপেনার আমন মোখারে করেন ৩৩ রান। যশ রাঠোরের অবদান ৫৪। জবাবে সৌরাষ্ট্রের ইনিংস শেষ হয়ে যায় ২৭৯ রানে। পেরেক মানকড়ের সর্বোচ্চ ৮৮ রান। বিদর্ভের হয়ে বল হাতে দাপট দেখান যশ ঠাকুর (৪ উইকেট) ও নচিকেত ভাট (৩ উইকেট)। ম্যাচের সেরা অথর্ব। টুর্নামেন্টের সেরা ক্রিকেটার হয়েছেন অথর্বের সঙ্গী ওপেনার আমন।

রঞ্জির জন্য বিশেষ প্রস্তুতি ঈশ্বরণদের

প্রতিবেদন: সৈয়দ মুস্তাক আলি জাতীয় টি-২০ টুর্নামেন্টের পর বিজয় হাজারে ট্রফিতেও ভাল শুরু করে সেই ব্যর্থতাই সঙ্গী হয়েছে বাংলার। সম্মানরক্ষায় শেষ সম্বল এখন রঞ্জি ট্রফি। সেখানে অবশ্য ভাল জায়গাতেই রয়েছে বাংলা। ৫ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে রয়েছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। কিন্তু নক আউটে যাওয়ার লড়াইয়ে বড় ধাক্কা খেয়েছে লক্ষ্মীরতন শুক্লার দল। বিজয় হাজারে ট্রফিতে অসমের বিরুদ্ধে কাঁধে চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছিলেন বাংলার উইকেটকিপার-ব্যাটার অভিষেক পোড়েল। তাঁকে রঞ্জিতে গ্রুপের বাকি দুই ম্যাচ সার্ভিসেস ও হরিয়ানার বিরুদ্ধেও পাবে না বাংলা। তবে অভিষেক নিজে আশাবাদী, বাংলা কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলে খেলতে পারবেন।

সল্টলেকের মাঠে গত কয়েকদিন অনুশীলন করে রবিবার কল্যাণীতে পৌঁছে গিয়েছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। আগামী তিনদিন সেখানে প্রস্তুতি সেরে বৃহস্পতিবার সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে বাংলা। রবিবার অনুশীলন ছিল না। তার আগে শনিবার প্রাক্তন ক্রিকেটার জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ ক্লাসে সময় কাটান অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ এবং শাহবাজ আহমেদ। দু'জনের ব্যাটিংয়েই কিছু সমস্যা হচ্ছিল। তাই কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার ডাকে নেটে এসে দুই ক্রিকেটারকে কিছু টেকনিক্যাল পরামর্শ দিয়েছেন জয়দীপ। এদিকে, বেঙ্গালুরুতে বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাব প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছেন অভিষেক। সিওএ-র ফিট সার্টিফিকেট পেলেই মাঠে নামতে পারবেন। তবে অভিষেক নক আউটে খেলার আশায় থাকলেও ফেব্রুয়ারিতে তাঁর ফিট হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। অভিষেক বললেন, আমি এখন অনেক ভাল আছি। আশা করি, বাংলা নক আউটে খেলবে। সিওএ-র সার্টিফিকেট পেলে নিশ্চয় খেলব।

১৪ গোলে জয়

প্রতিবেদন: অনূর্ধ্ব ১৪ সাবজুনিয়র লিগে মহামেডানকে গোলের সুনামিতে ভাসাল ইস্টবেঙ্গল। নিজেদের মাঠে লাল-হলুদের ছোটরা জিতল ১৪-০ গোলে। হ্যাটট্রিক করে প্রিয়াংশু ও বয়চা। জোড়া গোল সংস্কার ও হিদামের। বাকি চার গোলদাতা ওয়ালিদ, সুদীপ্ত, আইতারাজ এবং মামেন। ম্যাচের আগে দলকে উৎসাহিত করতে এসেছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সন্তোষের মহারাজা মন্মথনাথ রায়চৌধুরীর নাতনি ৯৫ বছর বয়সী রাধারানি রায়চৌধুরী।

সাংবাদিক ক্রীড়া

প্রতিবেদন : প্রতিবারের মতোই প্রচুর উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রবিবার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে। সাংবাদিকদের সঙ্গে বার্ষিক ক্রীড়ায় অংশ নেন তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও। অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত থেকে প্রতিযোগীদের উৎসাহ দেন অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত জাতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার শান্তি মল্লিক। বিকেলে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অনেকের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিএবির প্রাক্তন সভাপতি অভিষেক ডালমিয়াও।

খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে অসমে বাংলা

প্রতিবেদন: সন্তোষ ট্রফির মূলপর্ব খেলতে রবিবার বিকেলে অসম পৌঁছে গেল গতবারের চ্যাম্পিয়ন বাংলা দল। দু'ভাগে ফুটবলাররা অসম গেলেন। সকালে জনা সাতেক ফুটবলার রওনা হন। কোচ এবং বাকি ফুটবলাররা যান দুপুরের ফ্লাইটে। কিন্তু বিমান ছাড়তে বিলম্ব হওয়ায় রবি হাঁসদা, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়রা ডিব্রুগড় পৌঁছন নির্ধারিত সময়ের প্রায় ঘণ্টাখানেক পর। গ্রুপে বাংলার ম্যাচগুলি ডিব্রুগড়ে।

সন্তোষ ট্রফি

আয়োজক অসম ছাড়াও বাংলার গ্রুপে রয়েছে তামিলনাড়ু, উত্তরাখণ্ড, নাগাল্যান্ড ও রাজস্থান। বাংলার প্রথম ম্যাচ বুধবার ২১ জানুয়ারি নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে। গত বছর সন্তোষ চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় এবার সরাসরি মূলপর্বে খেলবে বাংলা। দলের প্রস্তুতিতে খুশি কোচ সঞ্জয় সেন।

কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে বাংলার কোচ বললেন, চ্যাম্পিয়ন টিম হিসেবে বাংলা দলকে নিয়ে এবার প্রত্যাশা থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। ছেলেরা প্রত্যেকে যদি নিজেদের কাজটা করতে পারে, তাহলে আমরা ভাল ফল করব। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার থেকে খেতাব ধরে রাখার কাজটা অনেক কঠিন। আশা করি, আমরা হতাশ করব না।

ডিব্রুগড়ে ভাল মাঠ নাও পেতে পারে বাংলা। তবে সঞ্জয় বললেন, মাঠ সমস্যা হলে সবার হবে। আমি অজুহাত দিই না। ছেলেদের বলেছি, যে কোনও পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে হবে।

দল তুলে শাস্তির মুখে সুন্দরবন

প্রতিবেদন: বেঙ্গল সুপার লিগে বিতর্ক! রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দল তুলে নিয়ে শাস্তির মুখে সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি। রবিবার ক্যানিংয়ে মেহতাব হোসেনের সুন্দরবনের খেলা ছিল নর্থ ২৪ পরগনার বিরুদ্ধে। ম্যাচের সংযুক্ত সময়ের খেলা চলছিল। ০-২ হারছিল সুন্দরবন। ৯২ মিনিটে রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দল তুলে নেয় সুন্দরবন। ২-০ গোলেই ম্যাচ জেতে নর্থ ২৪ পরগনা। তবে ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। সুন্দরবনের কোচ মেহতাব বলেন, আমাদের ন্যায্য পেনাল্টি দেওয়া হয়নি। একাধিক সিদ্ধান্ত আমাদের বিরুদ্ধে গিয়েছে। বক্সে গোলকিপারকে আঘাত করার পরেও পেনাল্টি দেওয়া হয়নি। এই ম্যাচ জিতলে আমরা লিগ শীর্ষে থাকতে পারতাম। ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্তে আমরা দল তুলে নিতে বাধ্য হয়েছি। দল তুলে নেওয়ার ঘটনায় ক্ষুব্ধ শ্রাচী স্পোর্টসের কর্তারা। আইএফএ-র তরফে কড়া পদক্ষেপ চাইছেন তাঁরা। আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বললেন, রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দল তুলে অপরাধ করেছে সুন্দরবন। শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।

ক্লাবগুলির দাবি মানল ফেডারেশন

প্রতিবেদন: আইএসএল চালাতে গভর্নিং কাউন্সিল গঠনের জন্য সর্বভারতীয় ফেডারেশনের প্রস্তাবের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিল ক্লাবগুলি। শেষ পর্যন্ত আপত্তির জায়গাগুলো ব্যাখ্যা করে লিখিত আকারে ফেডারেশনকে জানিয়েছে আইএসএলের ক্লাবরা। ফেডারেশনও ক্লাবদের দাবি মেনে নিয়ে নতুন সনদ (চার্টার) তৈরি করছে। সোমবারই সম্ভবত সংশোধিত সনদ ক্লাবগুলির কাছে পাঠিয়ে দেবে ফেডারেশন। ক্লাবগুলির দাবি ছিল, লিগ চালানোর রেগুলেটরি অংশে অর্থাৎ নিয়ন্ত্রক হিসেবে ফেডারেশনের 'ভেটো পাওয়ার' থাকুক। কিন্তু কমার্শিয়াল এবং অপারেশনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক হিসেবে ফেডারেশনের হাতে 'ভেটো পাওয়ার থাকা উচিত নয়। ক্লাবগুলির এই দাবি মেনে নিয়েছে এআইএফএফ।

ক্লাবগুলি নতুন যে প্রস্তাব ফেডারেশনকে দিয়েছে তা হল, এআইএফএফ হাতে রাখবে শুধু নিয়মকানুন, রেফারিং, শৃঙ্খলারক্ষা, ইন্টিগ্রিটি, অ্যান্টি ডোপিংয়ের মতো বিষয়গুলি। কিন্তু সম্প্রচার, মার্কেটিং, রেভিনিউ, ভেনু, সূচি তৈরির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি দেখবে ক্লাবগুলি। তাদের হাতেই থাকবে 'ভেটো পাওয়ার'। ক্লাবগুলির বক্তব্য স্পষ্ট, ফেডারেশন আইএসএলের আয়োজক হতে পারে। কিন্তু লিগ চালাতে গিয়ে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ক্লাবগুলির সবুজ সংকেত লাগবে। ফেডারেশন মঙ্গলবারের মধ্যে আইএসএলের সূচি তৈরির জন্য ক্লাবগুলিকে আলোচনার জন্য বললেও তারা সংশোধিত সনদ অনুমোদনের আগে সূচি নিয়ে এগোতে চায় না। তবে সম্ভাব্য সূচি মঙ্গলবারের মধ্যেই তৈরি হতে পারে। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই কমার্শিয়াল ও ব্রডকাস্ট পার্টনারের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হতে পারে।

অর্শদীপ প্রথম ওভারে উইকেট নিতেই নির্লজ্জ কোচ বলে গম্ভীরকে তোপ নেটিজেনদের

বিরাট মঞ্চে হাতছাড়া একদিনের সিরিজও

নিউজিল্যান্ড ৩৩৭/৮ (৫০ ওভার)
ভারত ২৯৬ (৪৬ ওভার)

ইন্দোর, ১৮ জানুয়ারি : রাতের দিকে যখন টপাটপ বল উড়ছে বাউন্ডারিতে, একজনের কথা নিশ্চয়ই ইন্দোরের মনে পড়েছে। প্রয়াত হয়েছেন অনেকদিন। কিন্তু এখনও মারকাটারি ব্যাটিং মানেই মুস্তাক আলি। অন্তত তাঁর শহরের লোকজনেরএমনই মনোভাব। ডন ব্র্যাডম্যান একবার শচীনকে দেখে বলেছিলেন, এ তো আমার মতোই ব্যাট করে। মুস্তাক নির্ঘা বিরাটকে দেখলে একই কথা বলতেন!

বিরাট এদিন জেতাতে পারেননি ভারতকে। ক্লার্ককে যে উঁচু শটটা মারলেন সেটা সোজা লং অনে চলে গেল মিচেলের হাতে। ১০৮ বলে ১২৪। উল্টো দিকে কুলদীপকে দেখে মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু নৌকো তীর ছোঁয়ার আগেই থামল। শেষমেশ ৪৬ ওভারে ২৯৬। এই শহরে কোনও দল ৩০০ করে জেতেনি। মিথ অটুট। নিউজিল্যান্ড ভারতে এসে টেস্ট সিরিজ ৩-০ করেছিল। একদিনের সিরিজ ২-১। এখানে ৪১ রানে হেরে সিরিজ হাতছাড়া ভারতের। আর নিউজিল্যান্ডের এই ফরম্যাটে প্রথম ভারতের মাটিতে।

তবে ম্যাচের রেজাল্ট যা হয় হোক, হোলকার স্টেডিয়াম একটা সময় লাফাচ্ছিল। একটা বল লেগ স্ট্যাম্পের উপর সামান্য শর্ট। অনায়াস ফ্লিকে স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে গ্যালারিতে। তারপর ইনসাইড আউট। এক্সট্রা কভারের উপর দিয়ে মাখনের মত চার। এই শটগুলোর জন্যই তিনি বিরাট কোহলি। তখনও ১২০-২২ রান বাকি। হাতে চার উইকেট। ইকুয়েশন বলছে হবে না। হয়ওনি। কিন্তু যতক্ষণ ২২ গজে রাজা, কুছ ভি হো সকতা হ্যায়।

গ্যালারি ততক্ষণে কোহলিয়ানায় মজেছে। হর্ষিত স্কোয়ার ড্রাইভে বাউন্ডারির সঙ্গে ৫০ রানের পার্টনারশিপ সেরে ফেললেন। এবার সিঙ্গলস। স্ট্রাইকে বিরাট। তারপর? ফোকসকে মিড অনে পুশ করে একটা রান ও সেঞ্চুরি। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩৮ ইনিংসে সপ্তম শতরান। কমেন্ট্রি করতে গিয়ে একজন বললেন, গ্যালারি ভাগ্যবান। ওরা পরে বলতে পারবে আমি বিরাটকে সেঞ্চুরি করতে দেখেছি।

কিন্তু ৭১ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ভারত একসময় চাপের মধ্যে পড়েছিল। রো-কো ব্যাপারটা এই সিরিজে আধাআধি জমেছে। বিরাট রান করলেও রোহিত ঝিমিয়ে থাকলেন। রবিবার তাঁর জবাব দেওয়ার দিন ছিল। জবাব রায়ান টেন দুশখাতেকে। তিনি রোহিতের ফর্ম নিয়ে দু-চার কথা বলেছিলেন। জবাবও পেয়েছেন। রোহিতের পাঁচ শতাংশ খেলেছেন? কিন্তু অন্যের থেকে। ব্যাটটা ছিল জবাবের জন্য। রোহিত আউট হয়ে গেলেন ১১ করে। তারপর শুভমন ২৩, শ্রেয়স ৩, রাহুল ১।

জাদেজার আর একটা খারাপ দিন গেল। বল হাতে কিছু নেই। ব্যাটে ১২। বিশ্বকাপে জায়গা থাকবে? কঠিন। কিন্তু এত সমালোচনার পর নীতীশ এদিন ৫৩ রান করে গেলেন। জুটিটা বেশ জমেছিল। তবে আসল জমাটা শুরু হল হর্ষিত আসার পর। তাঁকে অলরাউন্ডার বানানোর চেষ্টা হচ্ছে। রবিবার মনে হল ভুল কিছু নেই। তিনি এসে বিরাটকে পিছনে ফেলে দিলেন। ৪১ বলে হাফ সেঞ্চুরি। শেষপর্যন্ত ওই রানেই ফোকস ফেরালেন হর্ষিতকে। এটাই ম্যাচের নাটকীয় মোড়। কারণ পরের বলেই সিরাজ আউট। ম্যাচ কার্যত ওখানেই শেষ।

বিস্তর চাপ নিয়ে রবিবার মাঠে নেমেছিলেন শুভমনরা। এই চাপ ঘরের মাঠে একদিনের ক্রিকেটে আধিপত্য রাখার জন্য। টেস্টেও এই জায়গাটা একসময় ছিল। এখন নেই। নিউজিল্যান্ড আর দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে দেশের মাঠে টেস্ট সিরিজ হাতছাড়া হওয়ার পর এখন সবেধন হল সাদা বলের ক্রিকেট। এই জায়গাটা এতদিন ধরে রাখতে পেরেছিল ভারত। এবার গেল!

চাপ ছিল নিউজিল্যান্ডেরও। যেহেতু তারা কখনও ভারতের মাটিতে একদিনের সিরিজ জেতেনি। শুরুতে চাপেই পড়েছিল নিউজিল্যান্ড। কিন্তু সেই চাপ কাটিয়ে দিয়ে আবার সেই ড্যারেল মিচেল সেঞ্চুরি করলেন। দলের রানকেও পৌঁছে দিলেন ৩৩৭/৮-এ। ১৩১ বলে ১৩৭ রান করেছেন মিচেল। ২০২৩ বিশ্বকাপে ভারতের বিরুদ্ধে দুটি সেঞ্চুরি করেছিলেন। এবার রাজকোটে সেঞ্চুরি করে ইন্দোরে আসেন। এখানেও সেঞ্চুরি। সঙ্গী গ্লেন ফিলিপসও ৮৮ বলে ১০৬ । পার্টনারশিপে ওঠে ২১৯।

শুভমন টসে জিতে নিউজিল্যান্ডকে আগে ব্যাট করতে দিয়েছিলেন। আর টস জেতার পর ভাল শুরুও করেন ভারতীয় সিমাররা। দুই ওভারে ৫ রানের মধ্যে তিন উইকেট চলে গিয়েছিল কিউইদের। প্রথমে হেনরি নিকোলাসকে (০) ফিরিয়ে দেন অর্শদীপ।

কাজে এল না বিরাটের লড়াই। রবিবার ইন্দোরে।

সেটা প্রথম ওভারে। দ্বিতীয় ওভারে হর্ষিত ড্রেসিংরুমে পাঠান ডেভন কনওয়েকে (৫)।

উইল ইয়ং (৩০) আর মিচেলের ২১৯ রানের জুটিটা কিন্তু দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ৫৩ রানও উঠেছিল। কিন্তু হর্ষিত জুটি ভেঙে দেন ইয়ংকে তুলে নিয়ে। কিন্তু সেটা হলে কী হবে মিচেল ততক্ষণে ওয়েল সেট। অদ্ভুত একটা ব্যাপার আছে মিচেলের। ভারতকে পেলেই রান করেন। আগের দিন একাই ম্যাচ বের করে নিয়েছিলেন। এদিনও ভয় ধরাতে শুরু করেন প্রথম বল থেকে।

শেষমেশ ভয়টাই সত্যি হয়ে গেল। ছোট মাঠ বলে বাড়তি স্পিনারের পরিকল্পনায় যায়নি ভারত। তবে অর্শদীপ এলেন প্রসিধ কৃষ্ণর জায়গায়। প্রসিধের বাদ পড়াটা প্রত্যাশিত ছিল। প্রাক্তনদের অনেকেই বলতে শুরু করেছিলেন প্রসিধ কেন? সমালোচনার মধ্যে তাঁকে বসিয়ে নিতে হল অর্শদীপকে। যেহেতু তাঁর বাইরে থাকার ব্যাপারটা ক্ষোভ ছড়াচ্ছিল প্রাক্তনদের মধ্যে।

নিউজিল্যান্ড ইনিংসে অর্শদীপ ৬৩ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। হর্ষিতেরও ৮৪ রানে ৩ উইকেট। এছাড়া ১টি করে উইকেট সিরাজ ও কুলদীপের। রবীন্দ্র জাদেজার খারাপ ফর্ম অব্যহত থাকল এখানেও। ৬ ওভারে ৪১ রান দিয়ে তিনি উইকেটের মুখ দেখেননি। অতএব, দুশ্চিন্তা কিন্তু থেকেই গেল বিশ্বকাপের আগে।

বিশ্বকাপ বলেই চিন্তা শুভমনের

ইন্দোর, ১৮ জানুয়ারি : নেতা হিসাবে ইংল্যান্ডে দারুণ শুরু করেছিলেন। তারপর আর। আবার হার। তরুণ অধিনায়কের কাছে ব্যাপারটা হতাশার। ইন্দোরে নিউজিল্যান্ডের কাছে সিরিজ খুইয়ে সেটা গোপন করেননি শুভমন গিল।

বরোদায় জেতার পর তবু আশায় ছিলেন। কিন্তু রাজকোট আর ইন্দোর তাঁর সেই আশায় জল ঢেলেছে। অথচ রাজকোটে ১-১ হয়ে যাওয়ার পরও শুভমন ভেবেছিলেন সব শেষ হয়ে যায়নি। কিন্তু শেষই হল রবিবার। তাঁকে প্রশ্ন করা হল যে, হোম রেকর্ড খুব খারাপের দিকে যাচ্ছে। কী ভাবছেন? জবাব এল, খারাপ তো হচ্ছে। বিশেষ করে বিশ্বকাপের যখন খুব বেশি দেরি নেই। কিছু একটা করতে হবে। অধিনায়ক অবশ্য এর বেশি খোলসা করেননি।

কিন্তু সিরিজ হারের পরও শুভমন একটা ব্যাপারে খুব

হাফ সেঞ্চুরির পর হর্ষিত। রবিবার ইন্দোরে।

সন্তুষ্ট। সেটা হল বিরাট ভাইয়ের ফর্ম। বললেন বিরাট ভাই দলে থাকা মানে সেটা একটা বিরাট প্লাস। ওর থেকে অনেক কিছু শেখা যায়। তবে হর্ষিতকে যে এদিন সচেতনভাবে আটে ব্যাট করতে নামানো হয়েছিল সেটাও জানালেন তিনি। শুভমনের কথায়, বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। যেমন বিশ্বকাপের আগে বলে নীতীশকে দিয়ে বেশি ওভার বল করিয়ে নিতে চাইছে দল। একইসঙ্গে শুভমন এদিন বোলারদেরও প্রশংসা করেছেন। কিন্তু নিউজিল্যান্ড এই বোলারদেরই উড়িয়ে ৩৩৭ রান করেছিল। তিনি অবশ্য সেই প্রসঙ্গে যাননি।

সিরিজ সেরা ড্যারেল মিচেল জানিয়ে দিলেন, তিনি বর্তমানে থাকার মানুষ। তাই এই ভাল সময়টা উপভোগ করছেন। নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক মাইকেল ব্রেসওয়েল আবার জানালেন, তাঁরা একটা দল হিসাবেই জিতলেন। তিনি মিচেলের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এত অভিজ্ঞ, কিন্তু তাঁর কাছে মিচেল একেবারে মাটির মানুষ।

বাংলাদেশের প্রস্তাবে রাজি নয় আইসিসি

গ্রুপ বদলে আপত্তি আয়ারল্যান্ডের

দুবাই, ১৮ জানুয়ারি : শনিবার আইসিসির সঙ্গে বৈঠকে বিশ্বকাপে তাদেরকে অন্য গ্রুপে রাখার প্রস্তাব দিয়েছিল বাংলাদেশ বোর্ড। কিন্তু গ্রুপ বদলের এই প্রস্তাবে রাজি নয় বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। জানা গিয়েছে, বিশ্বকাপের বাকি এক মাসেরও কম সময়। এই পরিস্থিতিতে গ্রুপ বদলের কথা ভাবছেন না আইসিসি কর্তারা।

বাংলাদেশ বোর্ডের প্রস্তাব ছিল, তাদের গ্রুপ বি-তে রাখা হোক। বদলে ওই গ্রুপের অন্যতম দল আয়ারল্যান্ডকে সি গ্রুপে পাঠানো হোক। যদিও এই প্রসঙ্গে আয়ারল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্তা মিডিয়াকে জানিয়েছেন, আইসিসি আমাদের নিশ্চিত করেছে যে, বিশ্বকাপের সূচিতে কোনও বদল হচ্ছে না। আমরা গ্রুপ পর্বে সব ম্যাচ শ্রীলঙ্কার মাটিতেই খেলব। আয়ারল্যান্ড বোর্ডও এভাবে শেষ মুহূর্তে গ্রুপ বদলে অন্য গ্রুপে খেলতে আগ্রহী নয়।

এদিকে, বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের দাবি, বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম একটা মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন আইরিশদের রাজি করানোর। অতীতে আইসিসিতে থাকার সুবাদে আইরিশ ক্রিকেট কর্তাদের অনেকের সঙ্গেই আমিনুলের সুসম্পর্ক রয়েছে। সেই সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে তিনি চেষ্টা করছেন যাতে বাংলাদেশের প্রস্তাবে আইরিশ বোর্ডও রাজি হয়ে যায়। যদিও সেই সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কারণ খোদ আইসিসিও বিশ্বকাপের শেষ মুহূর্তে সূচিতে কোনও অদলবদল করতে রাজি নয়। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি কী দাঁড়ায়, সেটাই এখন দেখার।